CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 26 July, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১১ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# রাজ্যে তিনদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন শুরু কাল বাড়ি বাড়ি সাতদিন হবে করোনা সমীক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** অবশেষে করোনা মোকাবিলায় পুনরায় লকডাউনের পথে হাঁটল ত্রিপুরা সরকার। টানা তিনদিন সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী সোমবার ২৭ জুলাই সকাল ৫টা থেকে ৩০ জুলাই সকাল ৫টা পর্যন্ত ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে সোমবার থেকে এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সমীক্ষার কাজ এবং অ্যান্টিজেন টেস্টের কাজ শুরু হবে। শনিবার এক ভিডিও বার্তায় এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-বিষয়ে সবিস্তারে জানিয়েছেন শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্পূর্ণ লকডাউনকে সার্বিকভাবে সফল করতে তিনি রাজ্যের জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, সম্পূর্ণ লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি এই লকডাউনের আওতায় এবং এর বাইরে কী কী থাকবে তা-ও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগামী সোমবার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সমীক্ষা ও নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হচ্ছে। এই সমীক্ষায় মূলত ইনফ্লুয়েঞ্জা, শ্বাসকষ্ট, কোভিডের লক্ষণ যাদের রয়েছে এবং গত ১০ দিনে এই সমস্ত রোগের লক্ষণ যাদের ছিল তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সে সমস্ত সংগৃহীত নমুনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল এবং রাজ্য হাসপাতালে সুবিধা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনে সাবসেন্টার যেমন পঞ্চায়েত অফিস বা স্কুলেও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রতি টিমে ২ জন সদস্য থাকবেন যারা অঙ্গনওয়াড়ি, আশাকর্মী বা এএনএম স্টাফ পর্যায়ের হবেন এবং তাদের সাথে প্রশাসনিক স্তরের একজন থাকবেন। প্রতিটি দল প্রতিদিন ৩০/৪০টি বাড়ি পরিদর্শন করবেন। সমীক্ষা প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য পঞ্চায়েত সচিব, ওয়ার্ড অফিসার, শিক্ষক প্রমুখরা নিযুক্ত থাকবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, সাব-সেন্টারগুলিতে যেখানে পরীক্ষা হবে সেখানে একজন মেডিক্যাল অফিসার পুরো প্রক্রিয়াটির তত্ত্বাবধান করবেন। বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে যারা রয়েছেন তাদের শারীরিক অবস্থা এবং টিএসআর সহ আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদেরও এই সমীক্ষার আওতায় আনা হবে।

তাঁর দাবি, সমীক্ষার কাজ চালানোর জন্য ১০ থেকে ১২ হাজার কর্মী নিযুক্ত হচ্ছেন। তাদের প্রত্যেককে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন ১,০০০ টাকা সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হবে। লকডাউনের ক্ষেত্রে সরকার আরোপিত বিধিনিষেধ এবং কিছু কিছু ছাড়ের বিষয়টিও শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের অবহিত করেন। তিনি জানান, তিনদিনের এই সম্পূর্ণ লকডাউনে যে কোনও ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় কারণে বাইরে চলাচল সম্পূর্ণ নিষেধ। দোকানপাট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে গ্রোসারি দোকানের ক্ষেত্রে বাজার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

● নীতি নির্দেশিকা ৬ এর পাতায়

## বাড়িতে থাকার অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** কোভিড ১৯ মোকাবিলায় আগামী তিন মাস রাজ্যের চিত্র কেমন হবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এন্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে। এই লক্ষ্যে সোমবার থেকে বুধবার তিনদিন বাড়ি বাড়ি চলবে পর্যবেক্ষণ। তাই এই তিন দিন সবাইকে বাড়িতে থাকা অত্যন্ত জরুরী। এই লক্ষ্যেই সোমবার ভোর ৫ টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টা পর্যন্ত তিনদিন লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে আরও ১০৫ জন করোনা আক্রান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** রাজ্যে আরও ১০৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ৩৮৩৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ১০৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আক্রান্ত ১০৫ জনের মধ্যে নয়জন বিমানযাত্রী রয়েছেন। তাছাড়া ১২ জন অন্য রোগীর সংস্পর্শে আক্রান্ত হয়েছেন। আটজনের করোনা উপসর্গ ছিল। বিভিন্ন স্থানে এন্টিজেন টেস্টে ৭৬ জনের দেহে করোনা পাওয়া গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, এদিন আক্রান্ত ১০৫ জনের জেলা ভিত্তিক হিসেবে সর্বোচ্চ পশ্চিম জেলায়। এই জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ জন। অন্যদিকে, সিপাহীজলা জেলায় ২৭ জন, গোমতী জেলায় ষোল জন। খোয়াই জেলায় ৯ জন, উত্তর জেলায় ছয়জন, দক্ষিণ জেলায় ৫ জন, ধলাই জেলায় চারজন এবং ঊনকোটি জেলায় তিনজন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

এদিকে, রাজ্যে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

## পারিবারিক বিবাদের জেরে গায়ে আগুন দিল স্ত্রী, বাঁচাতে গিয়ে হাত পুড়ল স্বামীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** সিধাই থানা এলাকার তেবাড়িয়া গ্রামে এক গৃহবধূ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ওই গৃহবধূর নাম কাজল সরকার। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অগ্নি দগ্ধ গৃহবধূ কাজল সরকার জানায় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া নিজেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

অবশ্য স্বামী তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামীর হাত আগুনে পুড়ে যায়। স্বামীও বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর কিছুদিন ধরেই পারিবারিক কলহ চলছিল। সে কারণেই রাগে অভিমানে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই গৃহবধূ। অবশ্য এ ব্যাপারে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আত্মীয় পরিজনরা ঘটনার মীমাংসা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।উল্লেখ্য রাজ্যে গার্হস্থ্য হিংসা জনিত ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

## চাকরিচ্যুত শিক্ষক মামলার সুপ্রিমকোর্টে শুনানি ২৮ জুলাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক মামলায় সুপ্রিমকোর্টে তিন সদস্যক বিচারপতির বেঞ্চে ২৮ জুলাই শুনানি হবে। ওইদিন বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতি মোহন এম সান্তনাগৌড়া এবং বিচারপতি বিনীত শরনের বেঞ্চে শুনানি ধার্য হয়েছে। সুপ্রিমকোর্ট ত্রিপুরা সরকারের কাছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে হলফনামা জমা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক মামলায় সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে অবস্থান স্পষ্ট করে হলফনামা জমা দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কীভাবে সরকার সহায়তা করতে চাইছে সে বিষয়েই হলফনামায় বিস্তারিত বলা হয়েছে, জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালতে প্রয়োজন এবং ন্যায্যতা অনুসারে নিয়োগ বিধিমালায় অন্যান্য শর্তে শিথিলকরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার অনুমতি চেয়েছে। পাশাপাশি, বয়সের শিথিলকরণ, বিভিন্ন সরকারি দফতরে অনুমোদিত নন-টেকনিক্যাল শূন্য পদে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সম্মতি চেয়েছে।

মন্ত্রীর বক্তব্য, হলফনামায় সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যোগ্যতার শর্ত পূরণে এবং বয়স যেখানে শিথিলযোগ্য প্রয়োজন সেখানে রাজ্য সরকারকে ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদিত গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি শূন্য পদে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিবেচনা ও নিয়োগের অনুমতি দিন। এমন-কি, কোনও বিজ্ঞাপন ছাড়াই সরাসরি যোগ্যতা অনুসারে শূন্য পদে তাঁদের নিয়োগ করতে ত্রিপুরা সরকারকে অনুমতি দিন।

আইনমন্ত্রীর দাবি, সমস্ত দিক চিন্তা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্ত্রিসভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে চাকরিচ্যুত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ১৭৩টি রিয়াং শরণার্থী পরিবারকে তালিকাভুক্ত করার দাবি পেশ রাজ্য সরকারের কাছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** রিয়াং শরণার্থীদের তালিকায় ১৭৩টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়েছে শরণার্থী সংগঠন। বিভিন্ন কারণে ওই পরিবারগুলি তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ত্রিপুরায় স্থায়ী পুনর্বাসনে তারাও সুবিধা পাওয়ার জন্য এখন শরণার্থী নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হয়েছেন।

শরণার্থী নেতা ব্রুনো মসা বলেন, মিজোরাম থেকে পালিয়ে ২০০৯ সালে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেওয়া বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে, পরিবার থেকে আলাদা হাওয়ায় এবং বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলি রিয়াং শরণার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁর কথায়, এমন অনেক পরিবার রয়েছে যারা সমীক্ষা চলাকালীন পাঁচ সদস্যের ছিল। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে, পরিবারের কিছু সদস্য অন্যত্র চলে গেলেও রেশন কার্ড একই রয়ে গেছে।

তাঁর দাবি, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে ২০১৬ এবং ২০১৯ সালে মিজোরাম সরকার জনসংখ্যা নিরূপণ করেছে। ত্রিপুরা সরকারও জনসংখ্যা নিরূপণ করেছে। কিন্তু, পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সদস্যদের একই প্যাকেজ দেওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ধর্ষণের দায় নিয়ে আত্মঘাতী ব্যক্তির স্ত্রীর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** সিধাই থানা এলাকার সিপাহী পাড়ায় বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক এর আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাপ ক্রমশ তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে। আত্মঘাতী যুবকের স্ত্রী অভিযোগ করেছেন সালিশি সভায় তার ওপর নির্যাতন ও অমানুষিক নির্যাতনের ফলেই সুশান্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

পাশাপাশি পুলিশের ব্যাপক তৎপরতাকে দায়ী করেছেন সুশান্তের স্ত্রী। সুশান্তের স্ত্রী জানান, ঘটনার পর তার স্বামী সালিশি সভায় ভুল স্বীকার করে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাতর আর্জি জানিয়েছে। কৃতকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সে রাজী ছিল।কিন্তু তারপরও তাকে মার্জনা না করে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানোর ফলে বাধ্য হয়েই সুশান্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সুশান্তর আত্মহত্যার জন্য সেই দায়ী করেছে তার স্ত্রী। ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আক্রান্তদের ভরতি করাতে বাধা করোনা যোদ্ধাকে লক্ষ্য করে থুতু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সেবায় প্রাণপণ লড়াই জারি রাখা সত্ত্বেও তাঁদের হাতেই লাঞ্ছনা মেনে নিতে পারছেন না পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সংগীতা চক্রবর্তী। ফলে, করোনা যুদ্ধে সামনের সারির সৈনিকদের সাথে রোগীদের দুর্ব্যবহারে নিন্দার ঝড় উঠেছে ত্রিপুরায়। আগরতলায় সদ্যজাত শিশু সহ করোনা আক্রান্ত পাঁচ জন্মদাত্রী এবং এক গর্ভবতী মহিলাকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করতে গিয়ে অন্য রোগীদের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছেন ডা. সংগীতা চক্রবর্তী।

তাঁকে লক্ষ্য করে করোনা আক্রান্ত মহিলার ওপর থুতু দেওয়ার ঘটনায় চিকিৎসকদের সংগঠনও সমালোচনায় মুখর হয়েছে। ঘটনাটি সভ্যসমাজকে কলঙ্কিত করেছে বলে নেটিজেনরাও সরব হয়েছেন। ডাঃ সংগীতা জানিয়েছেন, বাধ্য হয়ে ওই করোনা আক্রান্তদের জি বি কোভিড হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় আমি মর্মাহত।

অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (এটিজিডিএ) এক ফেসবুক পোস্টে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, আমরা ভীষণভাবে হতাশ!! মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেক, বোধ এতই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে যে, কীট, পতঙ্গ, পশু-পাখি আমাদের দেখে ঘৃণা বোধ করে হয়ত। আমরা সত্যিই পশুর চেয়ে অনেক নীচে নেমে গেছি। যে মানবজাতির মনুষ্যত্ব অনেক আগেই মরে গেছে তাকে করোনা ভাইরাস আর কী মারবে!! কাকে বাঁচানোর জন্য এত আয়োজন, এত দিনরাত পরিশ্রম?!

এটিজিডিএ-র কথায়, শুক্রবার পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সংগীতা চক্রবর্তী হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ থেকে করোনা আক্রান্তদের অ্যাম্বুলেন্সে শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাসস্থিত কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কর্মীরা অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে এই পাঁচ রোগীকে ভগৎ সিং সেন্টারের বি-ব্লকে প্রবেশ করতে যাওয়ার সময় ওই সেন্টারের অন্যান্য রোগীরা আপত্তি জানান। তাঁরা বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এই সেন্টারে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা-পুরুষ বাইরে বেরিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ওই সকল রোগীদের বক্তব্য, এই ব্লকে আরও রোগী ভরতি করা হলে তাদের থাকতে অসুবিধা হবে। তাই, এই ব্লকে কোনও নতুন রোগী ভরতি করা যাবে না।

সংগঠনের দাবি, ডা. সংগীতা এই সকল রোগীর সাথে কথা বলেন

## মিড-ডে-মিলের চাল পুড়িয়ে দিলেন শিক্ষক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** ফটিকরায় এর সায়েদাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের মিড ডে মিলের চাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরবরাহ না করে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রায় ৩০০ কেজি চাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেছেন।

চাল পুড়া গন্ধে এলাকার জনগণ বাড়ি করে থাকতে পারছেন না বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন মিড ডে মিলের জন্য স্কুলে মজুদ চাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে শিক্ষককে অনুরোধ করা হয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নাকি অভিভাবকদের বলেছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা আধিকারিক এর কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো অনুমতি নেই।সে কারণেই নাকি মিড ডে মিলের চাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করা সম্ভব হবে না। অথচ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মিড ডে মিলের মজুত প্রায় ৩০০ কেজি চাল কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছেন।

## বিজেপি প্রদেশ কমিটিতে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেছে। পার্টির প্রদেশ সভাপতি জেলাগুলি ও সবকটি মোর্চার জন্য প্রভারী নিযুক্ত করেছেন। এদিকে, সিপাহিজলা জেলা বিজেপি সভাপতি হিসেবে অঞ্জন পুরকায়স্থকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পদটি দীর্ঘদিন ধরে খালি ছিল।

এ-বিষয়ে বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পার্টির সাংগঠনিক দৃষ্টিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ফটিকরায়ে নদীতে মরণঝাপ যুবকের, বিলোনীয়ায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/বিলোনীয়া,২৫ জুলাই।।** রাজ্যের পৃথক স্থানে দুই ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ফটিকরায় বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন এলাকায় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। ওই যুবকের নাম ধাম জানা যায়নি। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শনিবার বেলা দশটা নাগাদ এক যুবক একটি ব্যাগ নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যক্তি পাশের একটি বাড়িতে রেখে হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দেয় ওই যুবক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দমকল বাহিনীর জওয়ানদের জানান। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে নদী থেকে তাকে উদ্ধার করে।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে সে আর বেঁচে নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কেউ মৃতদেহটি শনাক্ত করতে পারেননি। চিকিৎসক জানিয়েছেন ওই যুবক মত্ত অবস্থায় ছিল।কেন সে হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, এক ব্যক্তির ফাঁসিতে আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া।ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমার গর্জনিয়া বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন লক্ষ্মীপুর এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম পলিন্দ্র দাস, বয়স ৬০। তার দুই ছেলে এক মেয়ে। তার স্ত্রী জানায় গতকাল রাতে সবার সাথে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় পলিন্দ্র দাস ঘরের ভুতিরের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে রয়েছে।

পরিবার এবং এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা যায় তার মানসিক দিক দিয়ে সমস্যা রয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিলোনিয়া থানার পুলিশ।এবং মৃতদেহ নামিয়ে বিলোনিয়া হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। এএসআই স্বপন সেন জানান এটি আত্মহত্যা হবে, এবং ময়নাতদন্তের পর বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য।

### চৌদ্দ দিন যাবৎ বিজিবির টালবাহানা

## ধৃত ১২ বাংলাদেশিকে পুলিশে দিল বিএসএফ আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের জেল হাজত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জুলাই।।** তথ্য প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরায় ধৃত ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত নেয়নি বিজিবি। তাই তাদের ত্রিপুরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় পাসপোর্ট অ্যাক্ট-এ মামলা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে। আদলত ধৃতদের চৌদ্দ দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে। গত ১১ জুলাই থেকে তাদের নিয়ে মিঞাপাড়ায় বিএসএফ ও বিজিবি-র মধ্যে টালবাহানা চলছিল।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত এলাকায় ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে নিয়ে বিজিবি এবং বিএসএফ-এর মধ্যে একপ্রস্ত ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতেও কোনও সমাধান হয়নি। বিজিবি-র তরফ থেকে বলা হচ্ছে, সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় ভূখণ্ড আটক নারী, পুরুষ ও শিশু মিলে ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিক নন। তাই তারা কোনও ভাবেই তাদেরকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেবে না। অন্যদিকে বিএসএফ-এর দাবি, ধৃত ১২ জন প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নাগরিক। ধৃতদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ ওই সব প্রমাণ পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিএসএফ-এর তরফ থেকে সমস্ত তথ্যাবলি সহ অডিও এবং ভিডিও ক্লিপিংসও বিজিবিকে দেওয়া হয়েছে।

সীমান্তে আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের তের দিন পর পুলিশে দিল বিএসএফ। ছবি নিজস্ব।

তা সত্ত্বেও বিজিবি কেন ওই ১২ জনকে তাদের দেশে ফিরে যেতে দিচ্ছে না এ নিয়ে বিএসএফ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত ১১ জুলাই মধুপুর থানাধীন কমলাসাগরের মিঞাপাড়া সীমান্ত এলাকায় ওই ১২ জনকে বিএসএফ জওয়ানরা আটক করেন। আটককৃত ১২ জনের মধ্যে একজন পুরুষ, চারজন মহিলা এবং সাত শিশু রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার হরিকোলা গ্রামে। তিনি জানান, কুলসুম বিবি (৬০), বার্শিদা বেগম (৩৫), রাজিতা বেগম (৩০), মহিন উদ্দিন (২২), সাজানা বেগম (২১), সাকিল মিয়াঁ (১৪), রবিনা খাতুন (১২), সাকিব (১১), রাজা হুসেন (৯), রেশমি আখতার (৪), আলিয়া খাতুন (৩) এবং রাজাউল হুসেন(২)-এর বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে পরিচিতি মিলেছে। আটককৃতদের গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৮৩ ◘ ২৬ জুলাই ২০২০ইং ◘ ১০ শ্রাবণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## করোনা যুদ্ধে উন্নয়ন হাওয়া

অনেক প্রত্যাশা বুকে নিয়া রাজধানী শহরের দক্ষিণ পার্শ্বে খয়েরপুর আমতলী বাইপাস সড়ক তৈরী হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে নির্মিত এই সড়কের এখন বেহাল দশা। সড়কের মাঝখান দিয়াই যেন ডোবা নালা বহিয়া যায়। বর্তমানে রাজ্যের সড়কগুলির দায়িত্বে আছে রাজ্য সরকার। কিন্তু, সরকার সেই দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। বাইপাস সড়ক এখন যান চলাচলের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সড়কগুলির ভগ্নদশা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে রাজ্যের উন্নয়নের গতি কত শ্লথ ও দূর্বল। একথা হয়তো ঠিক, করোনার কারণে রাজ্য ও দেশের উন্নয়ন কান্ড থমকিয়া গিয়াছে। কিন্তু, খয়েরপুর আমতলী সড়কের এই চরম ভগ্ন দশা কয়েক বছর আগেই দেখা গিয়াছে। অনেক আবেদন নিবেদনেও এই সড়কের বেহাল অবস্থার হাল ফিরাইতে উদ্যোগ নাই। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের অবস্থাও বেহাল। খয়রপুর হইতে আগরতলা হইয়া দক্ষিণ ত্রিপুরায় যানবহান যাতায়াতে সমস্যা ও ভীড় এড়াইতেই বাইপাস সড়ক নির্মাণের তাগিদ উঠিয়াছিল। কিন্তু, সেই সড়কের ভগ্ন দশা সমস্ত প্রত্যাশার মূলে কুঠারঘাত করিতেছে। শুধু বাইপাস সড়কের বেহাল অবস্থা এমন ভাবিবার কারণ নাই। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের অবস্থাও দিনে দিনেই ভগ্ন দশায় উপনীত হইতেছে।

একথা কে না স্বীকার করিবে যে, একটি দেশ ও রাজ্যের ধমনী হইতেছে এই জাতীয় সড়কগুলি। গোটা দেশে এই সড়কগুলিই যোগাযোগের বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করিতেছে। লকডাউনের কারণে গণ পরিবহণ ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়াইয়াছে। রেলের উপর নির্ভর করাও কঠিন। সুতরাং সড়কগুলির ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আসলে, লকডাউনের কারণে রাজ্যে উন্নয়ন কাজ থমকাইয়া গিয়াছে। সরকার ব্যতিব্যস্ত করোনা মোকাবেলায়। কিন্তু, উন্নয়ন কাজ থমকাইয়া যাওয়ায় রাজ্য অনেক বেশী পিছাইয়া পড়িতেছে। সরকারী কর্মযজ্ঞ আগাইবে কি করিয়া? কারণ সরকারী অফিসগুলির অবস্থা তো জুবুথুবু। ফাইল চলে শম্বুক গতিতে। অফিস খোলা হইলেও কর্মচারীরা হাজিরা দিলেও কর্মসংস্কৃতি শিকায় উঠিয়াছে। অলস দিন কাটে অফিসে অফিসে। সাধারণ মানুষ সরকারী অফিসে কি তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখে পড়েন কে না জানে। কর্মচারীদের সময়মতো হাজিরা ও কর্মসংস্কৃতি ফিরাইয়া আনিতে মাঝে মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে কঠোর হইতে দেখা গিয়াছে। এমনকি দায়িত্বে গাফিলতির দায়ে কর্মচারী বরখাস্তের ঘটনাও আছে। তবু, কর্মচারীরা খুব বেশী কর্মমুখী হইয়াছেন এমন বলিবার সুযোগ নাই। বামফ্রন্ট আমলে বদলী ইত্যাদির ভয়ে অফিসে অফিসে কিছুটা কাজকর্ম হইলেও এখন তাহার সামান্যও আছে এমন বলা যাইতেছে না। তাহা ছাড়া অনেক কমরেড রাতারাতি একেবারে রামভক্ত হইয়া অন্দরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। বাম আমলে তো বামমার্গী কর্মচারীদের মিছিল মিটিংয়ের জোয়ার বহিত। এখন তাহারা আর এই মিছিল সভার ধারে কাছেও নাই। সড়কের বেহাল অবস্থার চাইতেও সরকারী অফিসগুলি আরও বেশী নড়বড়ে তাহা মানুষ অভিজ্ঞতায় দেখিতেছেন।

করোনা মোকাবেলায় এখন সরকারের কালঘাম ছুটিতেছে। উন্নয়ন বলিয়া চিৎকার এখন অরণ্য রোদন ছাড়া কিছুই হইবে না। প্রশ্ন উঠিয়াছে, উন্নয়নের গতি যদি একাবারেই থমকাইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে এক সময় তো দেখা যাইবে রাজ্যই অচল হইয়া গিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি রক্ষণা বেক্ষণ না হয় তাহা হইলে এক সময় রাজ্যটাই তো অচলাবস্থার পথে যাইবে। করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি রাজ্যে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞও চালু রাখা উচিত। ইহাতে এক দিকে যেমন রাজ্যে সরকারের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হইবে অন্যদিকে শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটিবে। সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানিয়া সরকারী কর্মযজ্ঞ চালু রাখিতে না পারিলে রাজ্যের ভবিষ্যত একেবারে অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ইহাও অনেক বেশী সত্যি যে, করোনার কারণে স্কুল কলেজ বন্ধ। শিক্ষার সর্বনাশ তো রোখা যাইতেছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যে উন্নয়নকে দূরে সরাইয়া কোনও কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারার ঘটনা এক অন্তঃসার শূণ্য ভবিষ্যতের দিকেই নিয়া যাইতেছে। শুধু রাজ্যের নহে গোটা দেশ জুড়িয়াই চলিতেছে এই চরম অচলাবস্থা। তাহা কাটাইয়া উঠিয়া কিভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় সেই পথ খুঁজিতে হইবে। রাজ্যের যোগাযোগের বেহাল অবস্থার উন্নয়নে আর হাত গুটাইয়া থাকা যায় না। বাইপাস সড়কের করুন অবস্থা শুধু একটি উদাহরণ হিসাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। শুধু বাইপাস নহে সারা রাজ্যেই এখন হতাশার ছায়া। তাহার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ চাই। করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সঙ্গে উন্নয়নের জন্যও লড়াই জারী রাখিতে হইবে।

## দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যেও কর্তব্যে অবিচল নার্সরা, নির্বিকার রাজ্য প্রশাসন

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.): বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনার বিরুদ্ধে ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়র হিসেবে চিকিৎসকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে চলেছেন নার্সরা। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই মহামারীর মধ্যে চরম অবহেলা ও নিপীড়নের মধ্যে দিনযাপন করতে হচ্ছে নার্সদের। কোথাও মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ তো কোথাও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে কাজ করে যেতে হচ্ছে তাদের। এমন দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব নার্সদের সংগঠন।

নার্সেস ইউনিটির সভানেত্রী তথা বরিষ্ঠ নার্স পার্বতী পাল জানিয়েছেন, হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা না থাকায় পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পরার দুই ঘণ্টার মধ্যেই তীব্র ঘাম হচ্ছে নার্সদের।যেন মনে হচ্ছে এক বালতি জল কেউ ঢেলে দিয়েছে গায়ে।এই কষ্ট নিয়ে কাজ করে যেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের থেকেও করোনা রোগীদের কাছে বেশি সময় থাকতে হয় নার্সদের। কয়েকটি হাসপাতাল এমনও রয়েছে যারা নার্সদের দিয়ে একটানা ১২ ঘন্টা খাটিয়ে নিচ্ছে। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৬ ঘন্টা অন্তর শিফট পরিবর্তন হওয়ার কথা। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে জনবল না থাকায় চাপ এসে পড়ছে নার্সদের ওপর। এর সমাধানের জন্য সচেষ্ট নয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

উত্তর ২৪ পরগনার সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেহাল দশার কথা তুলে ধরে পার্বতী দেবী জানিয়েছেন, হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে জেনারেল ডিউটি এটেনডেন্ট, চিকিৎসক, সাফাই কর্মীদের অভাব রয়েছে। অনেক সময় জেনারেল ডিউটি এটেনডেন্ট এর কাজ নার্সদের করতে হচ্ছে। অর্থাৎ যদি কোন করোনা রোগী মরে পরে থাকে হাসপাতালের ওয়ার্ডে। তবে সেই মৃতদেহটি সরানোর কাজ জেনারেল ডিউটি এটেনডেন্ট এর। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নার্সদের সেই কাজ করতে হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে প্যাথলজিস্ট না থাকায় লালারসের নমুনা সংগ্রহ করতে হচ্ছে।বাড়তি কাজের চাপে হতোদ্যম হয়ে পড়ছে অনেকে। সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করেই সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলির নার্সিং সুপাররা নিজেদের ইচ্ছে মতো করে রোস্টার তৈরি করছে। স্বাস্থ্য ভবনের পদস্থ আধিকারিকদের কাছে এ বিষয়ে দাবি জানানো হলেও কোন লাভ হয়নি।রাজারহাট কোয়ারেন্টাইনে বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পার্বতী দেবী জানিয়েছেন, আগে নিয়ম ছিল এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে একজন নার্স ১৪ দিন কাজ করার পর নিজেকে পরবর্তী ১৪ দিন আইসোলেশন রাখবেন। তার শরীরে কোন উপসর্গ না থাকলে পরীক্ষার পর সে বাড়ি যেতে পারত। কিন্তু এখন যে সকল নারীদের নিয়ে আসা হয়েছে তাদেরকে বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশিকা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে। ফলে দুর্ভোগে পড়েছেন বহু নার্স।তারা এটাও জানে না যে তাদের বাড়ির লোককে তারা ফের কবে দেখতে পাবে। নার্সরা যে রক্ত মাংসে গড়া একজন মানুষ সেটা প্রশাসন ভুলে গিয়েছে। এই বিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেও কোনো সুরাহা হয়নি।

শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতাল একজন করোনা আক্রান্ত নার্সের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে পার্বতী দেবী জানিয়েছেন, করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরে ওই নার্সকে বাড়িতে আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়। পরে দেখা গিয়েছে তার বাড়ির শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী এবং ৯ বছরের কন্যা সন্তানের ধুম জ্বর। হাসপাতাল আধিকারিক এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়ে মেলেনি সাহায্য।

# করোনা আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

**ড. রতন ভট্টাচার্য**

করোনা আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে বিদ্যালয়মঞ্জুরী কমিশনের গাইডলাইন নিয়ে রাজ্য সরকারের আপত্তির কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়ুয়ারা দেশের ভবিষ্যৎ, তাই তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে হবে এটাই মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তার বিষয় ছিল। তাদের কেরিয়ার এবং সুস্থতাই প্রশাসনের অগ্রাধিকার। এই অবস্থায় পরক্ষা নেওয়া মানে তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। উচ্চশিক্ষা সচিব, মুখ্যমন্ত্রী ও উপাচার্য স্তরে চিঠিতে পুনির্ববেচনার আর্জির পরেও পরীক্ষার ব্যাপারে অনমনীয় দিল্লি রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কেন্দ্র কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষ ও চূড়ান্ত সিমেস্টারের পড়ুয়াদের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করায় প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজ্য। কিন্তু কাজ হয়নি। অতিমারির আবহে কেন পরীক্ষা নেওয়া অবসম্ভব, সেটা ইউজিসি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে বুঝিয়ে বলার জন্য এবার অতি সক্রিয় মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কেও অনুরোধ করল রাজ্য। কারণ ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। শিক্ষা সংবিধানের যৌথ তালিকার অন্তর্ভূক্ত। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে শিক্ষা নিযে কোনো সিদ্ধান্ত এভাবে চাপিয়ে দেওয়া অনৈতিকই শুধু নয়, অসাংবিধাকিও বটে। কিন্তু মোদি সরকারের তুঘলকি সিদ্ধান্ত কে রুখতে পারে।

রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীও শিক্ষাসচিবের এক বৈঠকের পরে ধনখড় ট্যুইট করে জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি ইউজিসি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলবেন। ছাত্রদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করা হবে। কেন্দ্রে নির্দেশের বিরোধীতা করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা সচিবকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সচিব এবং ইউজিসিকে উপাচার্যেরা চিঠি দিয়েছেন। তৃণমূলের শিক্ষা সংগঠন ওয়েককুপাও চিঠি লিখেছে ইউজিসি এবং কেন্দ্রকে। অবশ্য এসব অনুরোধ উপরোদের তোয়াক্কা না করেই ইউজিসির নির্দেশিকা না মেনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বাতিল করলে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার একতরফা ক্ষমতা দেখিয়ে হুঁশিয়ারি দিল কেন্দ্র। এ ব্যাপারে ইউজিসি-র ক্ষমতা রয়েছে বলেও জানিয়েন কেন্দ্রীয় মানবম্পদ উন্নয়ন সচিব অমিত খারে। একটি সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের সিদ্ধান্ত আগ্রাধিকার পাবে বলে তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে। তাই রাজ্যগুলি সেই নির্দেশ মানতে আইনত বাধ্য বলেও তিনি জানান। প্রথমে ইউজিসি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত রাজ্যের উপরে ছেড়েছিল। পরে তা সংশোধিত করে পরীক্ষা নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ আপত্তি করেছে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ইউজিসি-র পুর্বেকার গাইডলাইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার যে অ্যাজভাইজারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে পাঠিয়েছে সেটাই বহাল রাখাতে। ফেসবুকে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ইউজিসি ৬ জুলাইয়ের পরামর্শ বাতিল করে ২৯ এপ্রিলের দেওয়া পরামর্শ মোতাবেক কাজ করুক। এটাই আমাদের অনুরোধ। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, করোনা পরিস্থিতির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ছাত্রদের ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জীবন রক্ষা করাই তাঁদের প্রধান কাজ। কিন্তু কে শুনবে রাজ্যগুলির কথা? সম্প্রতি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে করোনা পরিস্থিতিতে অন্তিম বর্ষের পরীক্ষা নিয়ে নতুন গাইডলাইন জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন। অনলাইন বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিতেই হবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই গাইডলাইনের তীব্র বিরোধিতা ছিল স্বাভাবিক। যেখানে এখনও অবধি কঠোর লকডাউন চালু দেশের তথা রাজ্যের বহু অংশে সেখানে পরীক্ষার্থীরা কি হেলিকপ্টারে চড়ে আসবে? এ প্রশ্ন উঠবেই। কাশ্মীর শুধু নয়, ভারতের গ্রামাঞ্চলে মোদিজীর ডিজিটাল ইইন্ডয়া এখনও স্বনই। সেখানে গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে কী করে পরীক্ষার্থীদের হলে এসে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা যাবে? এটা ঠিক যে পরীক্ষা না নিয়ে আংশিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ফলপ্রকাশ পরবর্তীকালে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু গোটা বিশ্ব যেখানে নাজেহাল সেখানে কেউই এই বছরের পরীক্ষা আর ফলপ্রকাশ নিয়ে বেশি আপত্তি করবে না এটাই স্বাভাবিক। আগে মানুষের জীবন, বিশেষ করে তরুণ তরুণী যুবক যুবাদের এভাবে পরীক্ষার নামে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে বাধ্য করা অনৈতিক শুধু নয়, অমানবিকও বটে।



অতি সম্প্রতি ইউজিসি জানিয়েছে, চূড়ান্ত সিমেস্টারের পরীক্ষা খাতায়-কলমে অথবা অনলাইনে কিংবা দুয়ের মিশেলে নেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হল, যাঁরা অনলাইন কিংবা খাতায়-কলমে পরীক্ষায় বসতে পারবেন না, তাঁদেরকী হবে? পরী৭ায় বসতে গিয়ে পড়য়ারা করোনা সংক্রমিত হবেন কিনা, পরীক্ষা কেন্দ্রে কেউ পৌঁছবেন কী করে, কতজনেরকাছে অলনাই পরীক্ষায় বসার পরিকাঠামো আছে, এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর নেই। সেপ্টেম্বরের শেষের মধ্যে এত পড়ুয়ার পরীক্ষা নেওয়া অলীক কল্পনা। এই সুযোগে চেষ্টা হচ্ছে অনলাইন পরীক্ষা সকলের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার। তাঁর প্রশ্ন, কেন্দ্র কি একবারও ভেবেছে যে কীভাবে পরীক্ষায় বসবেন প্রায় ইন্টারনেটহীন কাশ্মীরি এবং অন্য পড়ুয়ারা?

সিমেস্টার এবং চূড়ান্ত বর্ষের ক্ষেত্রে (পার্ট থ্রি) ৮০-২০ ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৮০ শতাংশ নিতে হবে আগের সিমেস্টারগুলির মধ্যে সব থেকে ভাল ফল যেটির,তার থেকে ২০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা এবং শিক্ষাবর্ষ নিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরেরযে পরামর্শ -নির্দেশিকা (অ্যাডভাইজাবি) রাজ্যেরবিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছেই আগেই পৌঁছেছে,তাতে পরীক্ষা না নিয়েই পড়ুয়াদের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছিল। যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে ঠিক হয়েছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে ৭০-৩০ ফর্মুলায় চুড়ান্ত সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে হোম অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে বেশির ভাগ পড়ুয়া জমাও দিয়েছেন। অর্থাৎ পরীক্ষা হবে না ধরে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এগোচ্ছিল। ফলে সর্বশেষ পাওয়া নির্দেশকার পর জটিলতা বেড়ে গেল। শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবেই নির্দেশিকা ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। পরীক্ষার্থী, অভিভাবকদের একটা বড় অংশের বিজ্ঞাসা, দেশে প্রতিদিন কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা যেখানে ৫০ হাজার ছুঁ ছুই, সেখানে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হল কী করে? কেউ অসুস্থতার কারণে বসতে না পারলে কবে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ মিলবে তারও তো নিশ্চয়তা নেই। অনেকে আবার বলছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকাও পিছিয়ে সেপ্টেম্বর করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে না বসলে একজনের তবু অন্য কিছু পড়ার সুযোগ থাকে। ওই প্রবেশিক্ষাও পরেরবার তিনি দিতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ করোনা আক্রান্ত হয়ে পরীক্ষা দিতে না পারলে, অনিশ্চিত হয়ে পড়বে পরবর্তী স্তরেতার পড়ার সুযোগই। খুব দ্রুত এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, সারা দেশে মূল্যায়নে যেন সাযুজ্য থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যেন রাজ্যের বাইরে গিযে অসুবিধায় না পড়েন। ইউজিসি'র সবতশেষ নির্দেশ নিয়ে দিশেহারা সকলেই। পড়ুয়াদের কি গিনিপিগ মনে করা হচ্ছে? পরীক্ষার বিষয়ে ঠিক কী করা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি খুব স্পষ্টভাবে সেটা জানানো হোক। আসলে এই জাতীয় একপেশে সিদ্ধান্ত অনেক অন্য বিষয়ে বার বার নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে আগেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের পীরক্ষা বা গবেষণার বিষয় জোর করেঠিক কয়ে দেওয়ার এই প্রবণতা সুদূরপ্রসারী বিপদের। রাষ্ট্রে প্রয়োজনে গবেষণার ফতোয়া জারি করার পরবর্তী ধাপ হিসেবে বাল হতে পারে, পুরোহিততন্ত্র বা জ্যোতিষ না পড়ালে অনুমোদন পাবে না কলেজগুলো, বা প্রার্থনাসঙ্গীতে 'হীরকের রাজা ভদবান' না গাইলে জুটবে না মিড-ডে মিল। এই আশঙ্কা অমূলক নয় মুক্তচিন্তার গণতান্ত্রিক কাঠমো আজ আক্রান্ত এবং তাকে বাঁচানো প্রয়োজন।

এ বিষয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষাজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীদেরও। বিশিষ্ট মানবতাবাদী দার্শনিক, প্রাচ্যবিদ এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত এডওয়ার্ড সেইডের মতে, বুদ্ধিজীবীদের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন পাশেস দাঁড়ানো। যিনি তা করবেন না, তাঁকে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী বলতে সেইড রাজি নন।

যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ করোনার সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাবের মধ্যে পরীক্ষার নামে সেই ছাত্রছাত্রীদের কোনোভাবেই বিপন্ন করা সমীচীন নয় বলে শিক্ষা শিবিরের অভিমত। তাঁদের বক্তব্য, করোনার দাপট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অফলাইন বা অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। অফলাইনে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না, কারণ পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে ছাত্রছাত্রীদের সংক্রমণের আশঙ্কা আছে। অনলাইনে পরীক্ষা সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যন্ত এলাকার সর্বত্র ইন্টারন্টের সুবিধা নেই এবং স্মাটফোন বা আনুষঙ্গিক সমরঞ্জাম নেই অনেক গরিব পড়ুয়ার। পড়ুয়াদের স্বাস্থ-সুরক্ষা ও ভবিষ্যতের কথা ভেভে তাতে বাল হয়েছে, স্বচ্ছতা বজায় রেখে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং আগের বর্ষ বা সিমেস্টারের সর্বোত্তম ফল থেকে মূল্যায়ন করা হবে। কোনো পড়ুয়া তাতে সন্তুষ্ট না হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরে পরীক্ষা দিতে পারবেন তিনি। রাজ্যের অ্যাডভাইজারি অনুযায়ী অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই মূল্যায়নের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এখন তা সম্পূর্ণ বাতিল করা অসম্ভব। পড়ুয়া এবং অভিভাবকেরাও এই ধরনের মূল্যায়ন নিয়ে খুশ। কিন্তু এখন ইউজিসির নতুন নির্দেশিকা নিয়ে শত শত পড়ুয়া ও শিক্ষক ই-মেলে আমার কাছে পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তাই বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু রাজার উত্তরনিয়ে তিঠি আসবে বলেমনে হয় না। কারণ মোজি সরকার তুঘলকী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারলে তৃপ্তির হাসি হাসতে পারে তাতে যার যা ক্ষতি হয় হোক।ঠিক এভাবে নোটিবন্দি বা জিএসটি চাপিয়ে আনন্দে মেতেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষার গৈরিকীকরণের প্রয়াস চলছেই। মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠরোধ করা, এমনকী খুন করতেও মদত দেওয়া চলছে। তাই এজাতীয় গায়ের জোর দেখানো অমানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষাবিদদের প্রতিবাদ সফল হবে না। তবুও লড়াই চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

পরীক্ষার জন্য ইউজিসি ৩০ দফার যে 'স্ট্যাডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' পাঠিয়েছে, তা যথাযথভাবে মানার মতো পরিকাঠামো শহরের অনেক কলেজেই নেই। সব আইডিয়েল কথার্বাতা, যার সঙ্গে বাস্তবের যোগ নেই। পরীক্ষা কেন্দ্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের নতুন মাস্ক পরতে হবে। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেকে বসতে হবে পরীক্ষার্থীদের। যাতায়াতে নিয়ন্ত্রণ আছে, এমন জায়গা থেকে কেউ যদি পরীক্ষা দিতে আসেন, সেক্ষেত্রে তাঁরকলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র বা অ্যাডমিট কার্ডকেই যাতায়েতের পাস বলে গণ্য করতে হবেয যাঁরা কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় থাকবেন, তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিতে হবে। জ্বর আছে কিনা, নিশ্চিত হতে 'থার্মোগান' দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে প্রত্যেককে। পরীক্ষার্থী, নজরদারদের নতুন মাস্ক পরতে হবে। মাস্কের সঙ্গে নজরদারদের গ্লাভসও পরতে হবে। পরীক্ষক এবং পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যাদের পাস দিতে হবে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে। পড়ুয়া এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলে আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করুন। কোনো পরীক্ষার্থী আসার পরে যদি দেখা যায়, তার জ্বর সর্দিকাশি রয়েছে, তাহলে তাকে একেবারে অলাদা বসার ব্যবস্থা করেদিতে হবে, তা না হলে অন্যদিকে তাঁর পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষার সঙ্গে যুক্তদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানাতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা এবং পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। পারস্পরিক দূরত্ব লাগানো থাকে। হাত ধোয়ার জন্য জলথাকতে হবে শৌচাগারগুলি পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ডাস্টবিন যেন পরিচ্ছন্ন ও ঢাকা দেওয়া থাকে। পরীক্ষা কেন্দ্রে থার্মাল স্ক্যানার, যথেষ্ট পরিমাণে স্যানিটাইজার, মাস্ক এগুলো ঢোকার মুখেই রাখতে হবে। করোনার কারণে যদি কোনো জায়গা আটকানো থাকে, সেক্ষেত্রে পরিক্ষার্থীদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র বা অ্যাডমিট কার্ড যাতায়াতের পাস বলে গণ্য করতে হবে।

এসব নিয়ে আপত্তি নেই। আপত্তি অন্য জায়গায়। ইউজিসি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে থাকা একটি প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ স্যাটিউটরি বডি। ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের (যা কিনা ইংলন্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হবে সে বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে উপদেশ দিয়ে থাকে) আদলে ১৯৫৬ সালে ইউজিসি অ্যাক্ট মেনে এটি তৈরি হয়।

ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষায় ইউডিসির আইনগত গুরুত্ব অপরিসীম। ইউজিসি-র কাজই হল দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃত দেওয়া এবং বিভিন্ন খাতে সরকারি অনুদান কীভাবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে (বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীনস্ত কলেজে) যাবে তা ঠিক করা। ইউনিভার্সিটি এবং কলেজগুলির টিকে থাকার ব্যাপারে ইউজিসি ই যে সর্বেসর্বা, এরকম মন্তব্য করবে তাই খুব একটা ভুল কিছু বলা হবে না বলে মনে হয়। ইউজিসির যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে মানবসম্পদ উন্নয় মন্ত্রক। তাই বাস্তবতা এড়িয়ে আদর্শ কথা বলে ভো কুড়ানো বা সস্তা হাততালি পাওয়ার চেষ্টা ইডিজিসি বা কেন্দ্রীয় সরকারকে মানায় না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# শান্তিপুরী পণ্ডিত

**শ্রীকান্ত মৈত্র**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এমএ পাশ করার পর বিএল ডিগ্রিটাও পাওয়া হয়ে গেছে। এবার উৎসাহ কাব্য, সাংখ্য ও তীর্থের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিটাও চাই শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি, কাব্য পাশ করা পর ছাত্রটি ভাবল দুটি পর্ব একসঙ্গে পাশ করলে একটা বছর কম লাগবে। তবে চলো। সোজা উপাচার্যের ঘরে দেখা করে ছাত্রটি আবেদন রাখাল, স্যার কাব্য পাশ করেছি, সাংখ্য এবং তীর্থটা এক বছরেই পাশ করে নিতে চাই। উপাচার্য বললেন, পরীক্ষার দেরি আছে, তুমি পরীক্ষার আগে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। পরীক্ষার আগে আবার ছারটি দর্শন প্রার্থী। উপাচার্য বললেন, তুমি আগেও এসেছিলে আমার মনে আছে, তবে তুমি পারবে তো? উত্তর, হ্যাঁ পারব স্যার। অনুমতি মিলল। তারপর পরীক্ষায় সাফল্য এল। এমএ, বিএল কাব্য সাংখ্য তীর্থ। ছাত্রটির নাম পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র আর উপাচার্য তখনকার বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রদীপ জ্বালবার আগে সলতে পাকাতে হয়। সলতে পাকালাম, এবার প্রদীপ জ্বালানোর পর্ব। পণ্ডিতজি আইনজীবী হিসেবে জীবিকা শুরু করেন। তবে এসব মানুষের কাছে জীবকা, নয়, জীবনটাই বড়। ১৯২১ সালে মাহাত্মজির অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে জীবিকা ছেড়ে শান্তিপুরের পৈত্রিক ভিটেতে শুরু করলেন 'শিল্পশ্রম' পরাধীনতার শিকল ভাঙা সংকল্প নিযে নতুন জীবন শুরু। এ মহাজীবনে চলার পথে বোধহয় এটা একটা বাঁক।

'শিল্পশ্রম' চলছে, দিন কাটছে। এই সময় ১৯২৪ সালে মহাত্মজি অসহযোগ আন্দোলন তুলে নিলেন। জীবন এবার অন্য পথে এগোলা। ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা পর্ব। ১৯৩৪ সালে জীবনের আবার একটি বাঁক। বাঁটোয়ারার বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সচেতন চোখ বুজে থাকার ব্যাপারে বিরক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেস দলের মধ্যেই একটি উপদল গঠন করে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করলেন। উপদলের নামকরণ হল কংগ্রেস জাতীয়দল। ১৯৩৪ সাল

ভারবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের বোধেদয় শুরু হল এমএলসি (মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) নির্বাচনের পর্ব দিয়ে। ১৯৩৪ এর নির্বাচনে বাংলার প্রেসিডেন্সি ডিভিশন থেকে কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রার্থী হলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীকাণ্ড মৈত্র। ৩৯ বছরের এক অপরিচিত যুবক, যাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী কংগ্রেস দলের এক জাদরেল নেতা হেমন্ত সরকার। পণ্ডিত মৈত্রের নির্বাচনী ক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ, নদিয়া অবিভক্ত ২৪ পরগনা, যশোর এবং খুলনা। সংসদীয় গণতন্ত্রের হাতেখড়ি নেওয়া এক সামান্য যুবকের অসামান্য হায়ে ওঠার এই হল সূচনা। কংগ্রেসের হেমন্ত সরকারকে বিলুপ ভোটে পরাজিত করে দিল্লির তৎকালীন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হলেন পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। পরাধীন ভারতের লোকসভা ইংরাজিতে

জীবনের বড় একটি বাঁকের দিকে যাত্রা শুরু। প্রথম বক্তৃতায় বাজিমাত। বক্তৃতার পরের দিন পত্রিকায় তৎকালীন ভারতবর্ষের এখ বিক্যাত অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করলেন সংসদ সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত মৈত্রের উপস্থিতি এই ব্যবস্থাপক সভাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে,যদিও আমি জানি না যেই তনি আসাম না বাংলা থেকে নিবার্চিত। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র তাঁর ১৯ বছরের সংসদীয় জীবনে সংসদে অজস্র বক্তৃতা দিয়েছেন। তারাই কিছু বক্তৃতা দিয়েছেন। তারই কিচু বক্তৃতা নিয়ে তাঁর গাঁথা হযেছে। (এক দেশপ্রেমিকের প্রতিকৃতি) নামে এক বক্ততামালা। শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে বইটি ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবে প্রকাশের আলো দেখে। বইটি প্রকাশ করেন ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। বইটির লিখেছিলেন ড. চন্দ্র এর প্রথম বাক্যটি হল সদাসি বাক্‌পটুতা। এই বাগ্মী সাংসদের ক্ষেত্রেএক অসাধারণ প্রয়োগ।

সংসদের তখন তিনজন পণ্ডিত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আর পণ্ডিত লক্ষ্মীকাণ্ড মৈত্র। একজন পদবিতে অপর দুইজন অধিত বিদ্যায়। এই তিন পণ্ডিতের একজন যেদিন সংসদে বক্তব্য পেশ করেন, সারা সংসদ সেদিন উৎকর্ণ হয়ে শোনেন।

১৯৩৪-৪৫ পণ্ডিত মৈত্র ছিলেন এমএলসি। যোগ্য প্রার্থী হয়েও ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত মৈত্র মনোনয়ন পেলেন না। ওই বছর কলকাতা কেন্দ্র থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অগ্রজপ্রতিম শররৎচন্দ্র বসু সাংসদ নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিসভায় যথাযোগ্য স্থান না পেয়ে সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কলকাতা আসন থেকে তখন পণ্ডিত মৈত্র আবারও নির্বাচিত হন ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে। তারপর ১৯৪৭-এ ভারতের গণপরিষদ গঠন হল। পণ্ডিত মৈত্র হলেন ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য। তারপর ১৯৪৮-এ অস্থায়ী পার্লামেন্ট গঠন হল। অস্থায়ী পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে পণ্ডিত মৈত্র সুযোগ পেলেন ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য হওয়ার। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে কাঁটাতার আবশ্যিক : অশ্বিনী কুমার সিং

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি.স.): ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে সর্বদা সজাগ রয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ), কিন্তু বিএসএফ-এর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দুই দেশের সীমান্তে কাঁটাতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গের আইজি অশ্বিনী কুমার সিং এমনই মনে করেন। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গের আইজি অশ্বিনী কুমার সিং বলেছেন, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ, তবে এই সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতেই হবে। এজন্য কাঁটাতারের বেড়াজাল খুব সহায়ক হবে। ভারত-বাংলাদেশের বর্তমান সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, বিএসএফ-এর পাশাপাশি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডসও ভারতে অনুপ্রবেশ রুখতে সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছে।

আইজি জানিয়েছেন, অনেক সময় পশু ও মাদক পাচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালায়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডসকে একটি আপত্তি চিঠি দেওয়া হয়েছে, ওই চিঠিতে ভারতে অনুপ্রবেশ রুখতে তাঁদের দিক থেকে প্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডসও সম্মতি জানিয়েছে। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডস প্রধান একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন, ওই নির্দেশিকা অনুযায়ী অনুপ্রবেশ রুখতে আরও সজাগ হবেন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডস জওয়ানরা।

**বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে অবাঞ্ছনীয় তত্ত্ব**

বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গের আইজি জানিয়েছেন, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হচ্ছে। কিন্তু, বিএসএফ সর্বদাই মানব জীবনের মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়। বিএসএফ জওয়ানরা আক্রান্ত হলেই পাচারকারীদের প্রহার করা হয়। আসলে পশু, মাদক ও অস্ত্র কারবারিরা বিএসএফ জওয়ানদের ঘিরে তাঁদের হত্যা করার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা। সর্বপ্রথম শুন্যে গুলি চালানো হয়। তারপরও যদি পাচারকারীরা হামলা চালাতে থাকে, তখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ছড়রা গুলি চালানো হয়। যদিও এমন সম্ভাবনা অনেক কম। এরফলে পাচারকারীরা ভয়ে পালিয়ে যায়, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং জওয়ানদের প্রাণ বেঁচে যায়। আইজি জানান, বাংলাদেশ হোক অথবা ভারত-প্রত্যেকের জীবনের

ওম প্রকাশ সিং

মূল্য রয়েছে, বিএসএফ তা ভালো করেই বোঝে। এজন্য কারও উপর নির্মম আচরণ করা হয় না।

**রাজ্য সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যায়**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে আইজি অশ্বিনী কুমার সিং জানিয়েছেন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যখনই রাজ্য সরকারের প্রয়োজন লাগে, তখনই সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, কখনও কখনও পাচারকারীদের পাকড়াও করতে অথবা অপরাধ রুখতে বিএসএফকে পদক্ষেপ নিতে হয়। সর্বদাই স্থানীয় পুলিশের সমর্থন মিলেছে।

**সীমান্তে অপরাধ রুখতে সচেতনতা প্রচার**

আসলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে অনেকেই মাদক অথবা অন্য কিছু পাচারের সঙ্গে যুক্ত। অনেকের তো প্রধান পেশা পাচার করা। তারা গবাদি পশু, মাদক, অস্ত্র প্রভৃতি পাচার করে বিপুল অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু বিএসএফ এসব রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে সতর্ক করতে শিবিরের আয়োজন করে চলেছে। এই অপরাধ জীবনে কী প্রভাব ফেলবে, সে সম্পর্কে মানুষজনকে বোঝানো হয়। কোনও যুবক যদি এই অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে তাহলে জীবনে অন্য কোনও কাজ সে করতে পারবে না। এমনকি পড়াশোনাও শেষ হয়ে যায় এবং জীবন দিশাহীন হয়ে পড়ে। আইজি দাবি করেছেন, এই ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারের ইতিবাচক ফলাফল মিলেছে। অনেকেই পাচার সংক্রান্ত অপরাধ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে।

**পড়ুয়াদের জন্য চালানো হয় কেরিয়ার গাইড**

আইজি বলেছেন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পড়ুয়ারা প্রায়শই কেরিয়ার গাইডের জন্য বিএসএফ জওয়ান অথবা আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর তাই বিভিন্ন স্থানে শিবিরের আয়োজন করে পড়ুয়াদের কেরিয়ারের গাইড দেওয়া হয়। বিএসএফ-এ ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অন্য সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে গাইড করা হয়।

**বিপর্যয়ের সময় স্থানীয়দের মানুষদের কাছে ভগবান হয়ে ওঠেন বিএসএফ জওয়ানরা**

অশ্বিনী কুমার সিং বলেছেন, জরুরি পরিস্থিতি যেমন ঘূর্ণিঝড় অথবা অন্য কোনও পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন বিএসএফ জওয়ানরা। জীবনযাপন, খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারের সদস্যদের মতো তাঁদের দেখভাল করা হয়।

**সীমান্তে শুন্য অপরাধের লক্ষ্য**

হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে আইজি জানিয়েছেন, সীমান্তে শুন্য অপরাধের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিএসএফ। এর মধ্যে রয়েছে চোরাকারবারি বন্ধও। এই লক্ষ্যে স্থানীয় পুলিশ, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এবং স্থানীয় মানুষজনের অংশগ্রহণ অতিব গুরুত্বপূর্ণ। জওয়ানদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতেও বলা হয়েছে। বিএসএফ টিমের আধিকারিকদেরও অপরাধ রুখতে অভিযান চালাতে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র কঠোরতা নয়, মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে নৈতিক ও মামসিকভাবেও চেষ্টা করা হচ্ছে।

**সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের জন্য অনুপ্রবেশ কমেছে**

ভারতে এনআরসি লাগু হওয়ার ভয় অথবা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন লাগু হওয়ার জন্য সীমান্তে অনুপ্রবেশ কমেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে পরোক্ষভাবে আইজি বলেছেন, হ্যাঁ, এই কারণে কমেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে অনুপ্রবেশ কিছুটা কমেছে। জওয়ানরা সজাগ থাকায় প্রশংসাও করেছেন আইজি।

**উদ্ধার হওয়া গবাদি পশু দেখভালের ব্যবস্থা**

অশ্বিনী কুমার সিং বলেছেন, সীমান্তে প্রচুর পরিমাণে পশুপাচার রুখে দেওয়া হয়েছে, তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উদ্ধার হওয়া পশুদের দেখভাল করা। এখন কিছু এনজিও বিএসএফ-এর সঙ্গে কাজ করছে। তাঁরা উদ্ধার হওয়া পশুগুলিকে গোশালায় নিয়ে যান এবং ভালোভাবে দেখভাল করেন। আইজি আরও বলেছেন, সীমান্তে উদ্ধার হওয়া পশুগুলিকে দেখভাল করার জন্য আরও কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান সীমান্তের তুলনায় বাংলাদেশ সীমান্ত অনেকটাই শান্ত। কিন্তু, বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাকারবারি খুব বেশি হয়। এজন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর চ্যালেঞ্জ বেশি। চোরাকারবারি বন্ধ করা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আইজি বলেছেন, বিএসএফ জওয়ানদের সতর্কতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। সীমান্তে আলারমিং সিস্টেম, কাঁটাতার এবং সিসিটিভি ব্যাবহার করে বিএসএফ-এর শক্তি বাড়ানো যেতে পারে। প্রধান বিষয় হল-ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়াজাল নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নজরদারি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও অভিযোগ রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেড়া এবং অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়নের জন্য জমি দিচ্ছে না।

# বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদকে 'ফেরত দেয়ার উদ্যোগ' যুক্তরাষ্ট্রের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৫।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম খুনি এম এ রাশেদ চৌধুরীর রাজনৈতিক আশ্রয়ের মামলাটি আবার খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার এই মামলা আবার চালু করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ওয়েব পত্রিকা পলিটিকো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে উইলিয়াম বার অনেকটা গোপনে বহুল আলোচিত এই মামলাটি পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। পলিটিকোর দাবি, প্রায় ১৫ বছর আগে নিষ্পত্তি হওয়া এই মামলা এখন আবার চালু করে রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রাশেদ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় অবস্থান করছেন। হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পরে ১৯৯৮ সালে নিম্ন আদালতের রায়ে অন্য আসামিদের সঙ্গে পলাতক অবস্থায় তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।২০০৯ সালে উচ্চ আদালত ১২ জন কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ছয়জনের রায় কার্যকর হলেও রাশেদ চৌধুরীসহ বিদেশে পলাতক অন্যদের দণ্ড কার্যকর হয়নি। এতোদিন বাদে এই মামলা আবার চালুর খবর পলিটিকোকে নিশ্চিত করেছেন রাশেদের আইনজীবীরা। তবে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং মার্কিন প্রশাসনের কেউ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

রাশেদ তার পরিবার নিয়ে ভ্রমণ ভিসায় ১৯৯৬ সালে আমেরিকায় যান। দুই মাসের মধ্যে তারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন। প্রায় দশ বছর পর তিনি সেই অনুমতি পান। এরপর বাংলাদেশ নানাভাবে তাকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাস থেকে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে।

১৭ জুন অ্যাটর্নি জেনারেল বার 'বোর্ড অব ইমিগ্রেশন আপিল'কে রাশেদের মামলাটি তার কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পলিটিকো এ ব্যাপারে যে নথি পেয়েছে তাতে রাশেদের নাম স্পষ্ট করা হয়নি। সেখানে এভাবে লেখা হয়েছে এ-এম-আর-সি। এর পুরো অর্থ এমন, 'এ এম রাশেদ চৌধুরী'। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বার প্রথমেই রাশেদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের অনুমতি বাতিল করতে চাইবেন। তাতে সফল হলে শুরু হবে ফেরতের প্রক্রিয়া।




শনিবার আগরতলায় বিধায়ক কৃষ্ণধন দাশ সাফাই কর্মীদের মধেও লেবুর রস বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

# ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের বেহাল দশা ভোগান্তিতে বাংলাদেশ-ভারতের আমদানি রপ্তানিকারকরা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৫।।কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট স্থলবন্দরগামী এপ্রোচ সড়কটির সোনাহাট ব্রিজ থেকে স্থলবন্দর পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের পণ্য আমদানি রপ্তানিকারকরা।বাংলাদেশের ১৮তম স্থলবন্দটির সড়ক সংস্কারে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ধীরগতি ও অনিয়মের কারণে ভরা বর্ষায় খানাখন্দে ভরে গেছে সড়কটি। এতে বাংলাদেশ ও ভারতের পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলে একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, এডিপির অর্থায়নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৪ কোটি ৬২ লাখ ৮ হাজার ৮২৪ টাকা ব্যয়ে ৩ দশমিক ৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাহাট ব্রিজ থেকে স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়কের কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর। সড়কটি বাস্তবায়ন করছে কুড়িগ্রাম সড়ক ও জনপথ বিভাগের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মোজাহার এন্টার প্রাইজ প্রা. লি.।

বন্দর ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সড়ক সংস্কারে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ধীরগতি ও চরম গাফিলাতির কারণে স্থল বন্দরগামী সড়কের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। একটু বৃষ্টি হলেই পণ্যবাহী ট্রাক গর্তে আটকে যায়। এতে বিকল হয়ে যাচ্ছে পণ্যবাহী ট্রাক। তারা আরও জানায়, স্থলবন্দরগামী এই সড়কে প্রতিদিন প্রায় ২০০ ভারতীয় গাড়ি বাংলাদেশে প্রবেশ করতো, কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে গাড়ি আসছে ২০ থেকে ৩০টি। এতে একদিকে যেমন রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার অপরদিকে বন্দর ব্যবসায়ীদের লোকসানের পাল্লাও ভারী হচ্ছে।

ভারতীয় ট্রাক ড্রাইভার আবুল হোসেন ও খলিল শেখ বলেন, 'পণ্য বোঝাই ট্রাক কাদা কিংবা খানাখন্দে ফেঁসে গেলে গাড়ির অনেক যন্ত্রপাতি বিকল ও ভেঙে যায়। এগুলো মেরামত করতে দুই থেকে চারদিন সময় লেগে যায়। ফলে আমরা বাংলাদেশে ট্রাক নিয়ে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি।'

আমদানিও রপ্তানিকারক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপরে গাফিলতির কারণে সড়কের এই অবস্থা। আমরা বারবার সংশ্লিষ্টদের অবগত করলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি। ব্যবসায়ীরা এলসি করলেও রাস্তার দুরবস্থার কারণে মালামাল আনতে পারছেন না।

ফলে তিগ্রস্থ হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা, রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার।

বন্দর ট্রাফিক ইন্সপেক্টর কিবরিয়া জলিল তুহিন বলেন, 'বর্তমানে সংুব্ধ আসাম বেল্টের কারণে এ বন্দরটি বেশির ভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। উপরন্তু সড়ক খারাপ হওয়ার কারণে প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ১০টি গাড়ি খানাখন্দে আটকে যাওয়ায় ভারত থেকে গাড়ি কম আসছে। এতে বন্দর তিগ্রস্ত হচ্ছে।'

কুড়িগ্রাম সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আলী নুরায়ইন বলেন,বিষয়টি অবগত হয়ে ঠিকাদারের সাথে কথা বলেছি। তারা শিগগিরই বন্দরগামী সড়কটির কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছে।

# একদিনের ঝটিকা সফরে অযোধ্যায় যোগী, খতিয়ে দেখলেন ভূমিপূজনের ব্যবস্থা

অযোধ্যা, ২৪ জুলাই (হি.স.): একদিনের ঝটিকা সফরে অযোধ্যার রামজন্মভূমি পরিদর্শন করলে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আগামী ৫ আগস্ট রাম মন্দিরের ভূমিপূজণ। তার আগে শনিবার অযোধ্যা পৌঁছে ভূমিপূজনের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অযোধ্যার সাধু-সন্তদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন যোগী।

এ দিন রাম জন্মভূমিতে রাম লালা দর্শনের পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সবিস্তারে ভূমিপুজো সম্পর্কে খোঁজ নেন। হনুমানগড়ি এবং অন্যান্য পবিত্র পাথর সমূহ দর্শনের পরে তিনি স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিক ও সাধু-সন্তদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাম মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, ৫০০ বছর পরে অযোধ্যায় আবার এক শুভ মুহূর্তের আবির্ভাব হয়েছে। আগামী ৫ আগস্ট নিষ্ঠাভরে সমস্ত নিয়ম পালন করে রাম মন্দিরের ভূমিপূজণ সম্পন্ন হবে। ওইদিন বিশ্ববাসী এক মহান কীর্তি স্থাপনের সাক্ষী থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে এদিন তিনি আরএসএস ও ভিএইচপি-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে দেশব্যাপী সামগ্রিক আন্দোলনে আরএসএস ও ভিএইচপি পথ প্রদর্শন করেছে। তারই সুফল আজ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বিশ্ব যে নজেরে অযোধ্যাকে দেখতে চায়, সেই ক্ষমতা আমাদের আছে কি নেই তা এবার প্রমাণ করার সময় এসেছে। আত্মসংযম ও আত্মশৃঙ্খলার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে অযোধ্যার গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।'

উল্লেখ্য, আগামী ৫ আগস্ট রাম মন্দিরের ভূমিপুজো। ওইদিন দিন অযোধ্যায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ৪০ কেজি ওজনের রূপার ইট দিয়ে রাম মন্দিরের শিলান্যাস করবেন। রামজন্মভূমি চত্বরে ভূমিপূজনের সময় উপস্থিত থাকবেন দেড়শ থেকে ২০০ জন। সেখানে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হবে। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র জানিয়েছে, অযোধ্যার নানা জায়গায় বসানো হবে জায়ান্ট স্ক্রিন। তাতে সবাই ভূমি পূজনের অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন।

# ডিমা হাসাওয়ে আরও তিনজন করোনায় আক্রান্ত, সংখ্যা বেড়ে ১৬০

হাফলং (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় শনিবার আরও তিন জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬০ জন। শনিবার কাছাড় এবং ডিমা হাসাও জেলা সীমান্তের ডিটেকছড়া চেকপোস্টে শিলচরের এক ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছে। তাছাড়া দিয়ুংমুখ চেকপোস্টে দুই স্বাস্থ্য কর্মীর শরীরেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের পর এঁদের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে।উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইএম স্যামুয়েল সাংসন এ সম্পর্কে জানান, সামনের সারির যোদ্ধা দুই স্বাস্থ্য কর্মী দিয়ুংমুখ চেকপোস্টে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাছাড়া শিলচরের বাসিন্দা পেশায় ট্রাক চালক আজ শিলচর থেকে ট্রাক নিয়ে হাফলং আসার পথে ডিটেকছড়া চেকপোস্টে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। আজকের আক্রান্ত তিন জনকেই হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১৬০ জন রোগীর মধ্যে ১৪৭ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সকলেই নিজের নিজের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ১৩ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে।

# বাংলাদেশকে 'ঈদ উপহার' হিসেবে ১০টি ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন দিচ্ছে ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৫।। বাংলাদেশ রেলওয়েকে 'ঈদ উপহার' হিসেবে সোমবার ১০টি ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন (লোকোমোটিভ) দিচ্ছে ভারতীয় রেলওয়ে।

জানা গেছে, ভারতের রেলের এ ইঞ্জিনগুলো আগামী সোমবার বাংলাদেশে যাচ্ছে। ঈদুল আজহার আগে এ রেল ইঞ্জিনগুলোকে 'ঈদ উপহার' হিসেবেই দেখছেন রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, ভারতীয় রেলওয়ে আগামী ২৭ জুলাই আমাদের ১০টি ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন উপহার হিসেবে দেবে। এ বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। রেলমন্ত্রী আরো বলেন, ওই দিন দুপুর আড়াইটার মধ্যে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আমি নিজে এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী ভিডিও কনরফারেন্সের মাধ্যমে এ ইঞ্জিন উপহার অনুষ্ঠানে অংশ নেব। তিনি আরো জানান, ইঞ্জিনগুলো হস্তান্তরে ভারতীয় রেলের প থেকে দর্শনা সীমান্তে (ওপারে গেদে সীমান্ত) আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হবে।

# ডিমা হাসাওয়ে নয়া তিনজন করোনায় আক্রান্ত, সংখ্যা বেড়ে ১৬০

হাফলং (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় শনিবার আরও তিন জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬০ জন। শনিবার কাছাড় এবং ডিমা হাসাও জেলা সীমান্তের ডিটেকছড়া চেকপোস্টে শিলচরের এক ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছে। তাছাড়া দিয়ুংমুখ চেকপোস্টে দুই স্বাস্থ্য কর্মীর শরীরেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের পর এঁদের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইএম স্যামুয়েল সাংসন এ সম্পর্কে জানান, সামনের সারির যোদ্ধা দুই স্বাস্থ্য কর্মী দিয়ুংমুখ চেকপোস্টে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাছাড়া শিলচরের বাসিন্দা পেশায় ট্রাক চালক আজ শিলচর থেকে ট্রাক নিয়ে হাফলং আসার পথে ডিটেকছড়া চেকপোস্টে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। আজকের আক্রান্ত তিন জনকেই হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১৬০ জন রোগীর মধ্যে ১৪৭ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সকলেই নিজের নিজের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ১৩ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে।

# হাইলাকান্দির প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট ত্রিদিব রায়ের কোভিড-১৯ পজিটিভ, জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮১১

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দির প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট তথা সার্কল অফিসার তথা হাইলাকান্দি পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ত্রিদিব রায়ের কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। শনিবার রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে তাঁর। তবে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে, ত্রিদিব রায় নিজেই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এই খবর লিখে পোস্ট করেছেন। বর্তমানে তিনি হাইলাকান্দির সন্তোষ কুমার রায় সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এখানে উল্লেখ্য, করোনার আক্রান্ত হয়েছেন হাইলাকান্দির একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক, বেশ কয়েকজন সরকারি আধিকারিক, পুলিশকর্মী সহ বহু।

এদিকে আজ শনিবার হাইলাকান্দি ছয়ের পাতায়

# আরো ৩ স্যাটেলাইটের মালিক হচ্ছে বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৫।। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সফল উৎপেণের পর ২০২৯ সালের মধ্যে আরো ৩টি স্যাটেলাইট প্রেরণের পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

সূত্রে জানা গেছে, এ তিনটি স্যাটেলাইট ধারাবাহিকভাবে ২০২৩ সালে ২য়, ২০২৭ সালে ৩য় এবং ২০২৯ সালে ৪র্থ স্যাটেলাইটটি পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এরইমধ্যে বঙ্গবন্ধু-২ স্যাটেলাইটের ডিজাইন এবং উৎপেণসহ কারিগরি সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জেইন মেরিন সূক্ষ্ম।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে ২০২৩ সাল নাগাদ ২য় স্যাটেলাইট প্রেরণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ চায় তার ২য় স্যাটেলাইট যেন অবশ্যই নিজস্ব কপথে থাকে, এতে স্যাটেলাইটটির মালিকানা বাংলাদেশের হাতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ এরইমধ্যে বিভিন্ন দেশে থেকে ২য় স্যাটেলাইট উৎপেণের ব্যাপারে প্রস্তাব পেয়েছে। আমরা চাই আমাদের পরবর্তী স্যাটেলাইটটি অবশ্যই আমাদের ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী কাছাকাছি থাকে। আগামী ৬ বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু-২ স্যাটেলাইট উৎপেণের লয এরইমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড পরিকল্পনা এবং বাজেট নির্ণয়ে কাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ২য় স্যাটেলাইট তৈরি রণাবেণ এবং উৎপেণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে রাশিয়াভিত্তিক স্পেস রিসার্চ সংস্থা গ্লাভকস্মস কোম্পানি। এই লয ২০১৯ সালের অক্টোবরে কোম্পানিটির ডেপুটি ডিরেক্টর ভিতালি সেভেনভ ছয় সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ স্যাটেলাইট ইঞ্জিনিয়ার দল নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। সে সময় বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে স্যাটেলাইট সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দেন।

এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত বলেন, রাশিয়া এরইমধ্যে বাংলাদেশকে তাদের একটি স্লট ভাড়া দিয়েছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনায় রাশিয়া আরো স্লট দিতে প্রস্তুত। সেইসঙ্গে বাংলাদেশকে চাহিদা অনুসারে যেকোনো ধরনের স্যাটেলাইট প্রেরণ করতে সম রাশিয়া। মহাকাশে এরইমধ্যে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ উৎপেণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ এখন স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী ৯ বছরের মধ্যেই স্যাটেলাইটটি লাভের মুখ দেখতে শুরু করবে।

# বাংলাদেশে করোনায় আরও ৩৮ মৃত্যু, শনাক্ত ২৫২০

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৫।।বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৫২০ জন। শনিবার নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানিয়েছেন। করোনায় দেশে এখন মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮৭৪ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ২ হাজার ২৬৬ জন এবং নারী ৬০৮ জন। আর মোট শনাক্ত হয়েছেন ২ লাখ ২১ হাজার ১৭৮ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৯ হাজার ৬১৫টি এবং পরীা করা হয়েছে আগের নমুনাসহ ১০ হাজার ৪৪৬টি। এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীা করা হলো ১১ লাখ ১ হাজার ৪৮০টি। নমুনা পরীার তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২৪ দশমিক ১২ শতাংশ। আর মোট পরীারেে ত্র শনাক্ত হয়েছেন ২০ দশমিক ০৮ শতাংশ। নতুন মারা যাওয়া ৩৮ জনের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ এবং নয়জন নারী। মোট শনাক্তেরেে ত্র মৃত্যু হার এখন পর্যন্ত ১ দশমিক

ছয়ের পাতায়

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## অক্ষয়ের পর এবার আমিরও দেশ ছাড়বেন

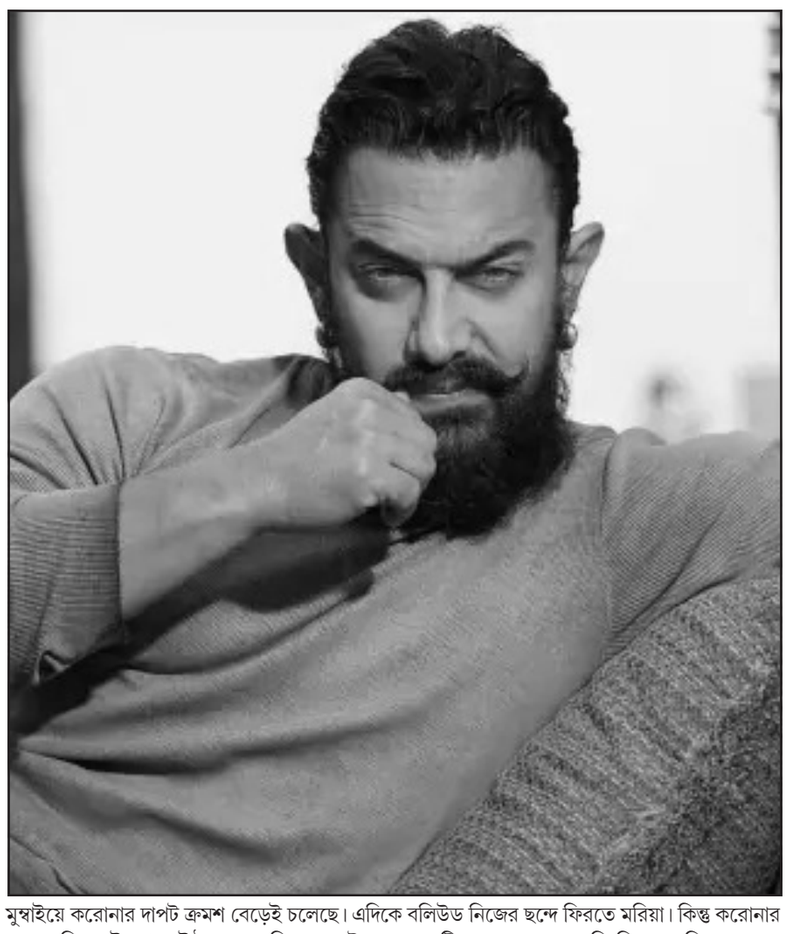

মুম্বাইয়ে করোনার দাপট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এদিকে বলিউড নিজের ছন্দে ফিরতে মরিয়া। কিন্তু করোনার কারণে কিছুতেই পেরে উঠছে না। যদিও মহারাষ্ট্র সরকার শুটিং শুরু করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে রয়েছে নানান শর্ত। এসব শর্ত মেনে নির্মাতারা শুটিং শুরু করতে পারবে। তবে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন প্রবীণ অভিনেতোরা। কারণ, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, ৬৫ বছরের বেশি শিল্পীরা এখানে কাজ করতে পারবেন না। তাই নির্মাতাদের কপালেও দুশ্চিন্তার বলিরেখা পড়েছে। এদিকে এখন সবার এই শহর ছাড়ার হিড়িক পড়ে গেছে। এমনকি স্বাভাবিক নিয়মে শুটিং শুরু করার জন্য দেশের বাইরে চলে যেতে চাইছেন কিছু নির্মাতা। কেবল সেই সব দেশে, যেখানে শুটিংয়ে সেই দেশের সরকারের কোনো বাধানিষেধ নেই। শোনা যাচ্ছে, আমির খানও দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির শুটিং শেষ করতে সিনেমার পুরো দল নিয়ে উড়াল দেবেন তিনি। তবে কোথায় যাবেন, গোপনীয়তার স্বার্থে সেই খবর গোপন রাখা হবে।কিছুদিন আগে খবর এসেছিল, অক্ষয় 'বেল বটম' ছবির শুটিংয়ের জন্য লন্ডনে যাচ্ছেন। আগামী মাসে এই ছবির দলের লন্ডনে যাওয়ার কথা। এবার নাকি সেই পথে হাঁটতে চলেছেন আমির খান। রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্মিত ছবি 'লাল সিং চাড্ডা'র শুটিংয়ের জন্য দেশের বাইরে যাবেন। আমির সব সময় অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ছবির কাজ করেন। তাই স্বাভাবিকভাবে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির জন্য তিনি একই রকম গোপনীয়তা বজায় রেখে চলছেন। তবে এ মুহূর্তে তাঁর বিদেশে যাওয়া বিটাউনের আলোচ্য বিষয়। জানা গেছে, 'লাল সিং চাড্ডা'র দল এই ছবির সঙ্গে জড়িত সব অভিনয়শিল্পী ও কর্মচারীদের পাসপোর্টের বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছে। আমিরও নাকি মনেপ্রাণে চাইছেন সেপ্টেম্বরে এই ছবির শুটিং শুরু করতে।বলিউডের এই 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শহরে এই ছবির প্রায় ৭০ শতাংশ শুটিং করেছেন। করোনাকালের শুরুতে তিনি পাঞ্জাবে ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এমনকি মহামারির মধ্যেও আমির সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে শুটিং চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু লকডাউনের কারণে তিনি শুটিং বন্ধ করতে বাধ্য হন। তবে খুব তাড়াতাড়ি শুটিং শুরু করতে চাইছেন 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির নির্মাতারা। তাই তাঁরা চাইছেন ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গিয়ে ছবির অবশিষ্ট অংশের শুটিং শেষ করতে। জানা গেছে, ছবির নির্মাতারা করোনার ভ্যাকসিনের অপেক্ষায় আছেন। ১৪ আগস্ট ভ্যাকসিন আসার কথা। সেপ্টেম্বরে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির সমগ্র দল ইউরোপের উদ্দেশে পাড়ি দিতে পারেন।করোনার কারণে মুম্বাইয়ের হাল খুবই খারাপ। তাই শহর থেকে দূরে পঞ্চগনিতে নিজের বাংলোতে সপরিবার সময় কাটাচ্ছেন আমির। তবে শহর থেকে দূরে অবস্থান করলেও কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেননি এই বলিউড নায়ক।

ভাচ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি নির্মাতাদের সঙ্গে ছবিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। হলিউডের অস্কারজয়ী ছবি 'ফরেস্ট গাম্প'---এর রিমেক আমিরের এই ছবি। অদ্বৈত চন্দন পরিচালিত এই ছবিতে আমির খানের বিপরীতে কারিনা কাপুর খানকে দেখা যাবে।

## সুশান্তের শেষ ছবি মুক্তির আগে অঙ্কিতা ও রিয়া যা বললেন

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু নিয়ে হইচই, চুলচেরা বিশ্লেষণ আর কাদা ছোড়াছুড়ি চাপা পড়ে গেছে সুশান্তের সর্বশেষ ছবি মুক্তির উত্তেজনায়। সুশান্তের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম ও দীর্ঘদিনের প্রেমিকা অঙ্কিতা লোখান্ডে সুশান্তের আত্মহত্যার পর সব মান-অভিমান ভুলে ছুটে এসেছেন। সুশান্তের শেষকৃত্যের প্রার্থনায় অংশ নিয়েছেন। সুশান্তের গ্রামের বাড়ি পাটনায় গিয়ে সুশান্তের বাবার সঙ্গে আলাপও করেছেন। সুশান্তের বাবা নাকি তাঁর ছেলের প্রেমিকা হিসেবে কেবল অঙ্কিতাকেই চিনতেন।

সুশান্তের সর্বশেষ ছবি মুক্তির আগের দিন অঙ্কিতা লোখান্ডে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'আশা, প্রার্থনা আর শক্তি। তুমি যেখানেই থাকো, হাসতে থাকো।' এর আগে অঙ্কিতা সুশান্তকে 'সৃষ্টিকর্তার সন্তান' বলে সম্বোধন করেও একটা পোস্ট করেছেন। আর 'দিল বেচারা' ছবির পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, 'পবিত্র রিশতা থেকে দিল বেচারা। শেষবারের মতো আরেকবার।' এসব ছবির নিচে অনেকেই হাজারো মন্তব্য করে অঙ্কিতা লোখান্ডেকে শক্ত থাকতে বলেছেন। আর বলেছেন, 'আসুন, আমরা শেষবারের মতো সুশান্ত সিং রাজপুতকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উজাড় করে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা জানাই। ছবিটা উদ্‌যাপন করি।'অন্যদিকে রিয়া চক্রবর্তী ইতিমধ্যে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে দেরিতে হলেও সিবিআই তদন্ত চেয়েছেন।

সেখানে তিনি নিজেকে সুশান্তের প্রেমিকা বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে সুশান্তের আত্মহত্যার জন্য দায়ী করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসা ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি প্রকাশ্যে এনে নিরাপত্তা চেয়েছেন। এর মাঝে সুশান্তর মৃত্যুর এক মাস পূর্তির দিনে তাঁকে নিয়ে ভালোবাসায় মোড়া স্ট্যাটাস দিতে ভোলেননি। সুশান্তের শেষ ছবি 'দিল বেচারা' মুক্তির আগের দিন এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'তোমাকে আমার ভেতরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আরেকটাবার দেখব। আমি জানি, তুমি আমার সঙ্গেই আছো। আমি জীবনভর তোমাকে আর তোমার ভালোবাসা উদ্‌যাপন করে যাব। তুমি আমার জীবনের হিরো। আমি জানি, আমরা যখন সবাই মিলে ছবিটা দেখব, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসেই ছবিটা দেখবে।'২৪ জুলাই ডিজনি হটস্টারে মুক্তি পেয়েছে সুশান্ত সিং রাজপুতের শেষ ছবি ও সানজানা সাংঘি ও পরিচালক মুকেশ ছাবড়ার প্রথম ছবি 'দিল বেচারা'।

## কেউ কাউকে তারকা বানাতে পারে না

অন্য অনেকের মতোই বলিউড তারকা তাপসী পান্নুরও আর ভালো লাগছে না। শরীর বাড়িতে, তবে মন পড়ে আছে শুটিংয়ের সেটে। ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই বলেছেন 'মুলক', 'যান্ড কি অঁখ', 'থাপ্পড়'খ্যাত এই তারকা। ব্যতিক্রমী আর বৈচিত্র্যময় চরিত্রের জন্য প্রশংসা কুড়ানো এই তারকা লকডাউনে নারী নির্যাতন বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, মানুষ হিসেবে কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবলে চলবে না; প্রতিবেশী আর বন্ধুমহলে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, সেই সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। অন্যায় দেখলেই সরব হতে হবে।

'গুলাবো সিতাবো' আর 'শকুন্তলা দেবী'র মতো বড় বাজেটের ছবি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে, তাই 'নিউ নরমাল'-এ ভারতের সিনেমা হলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাপসী চিন্তিত কি না? তাপসী জানান, রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসেএই কথায় পূর্ণ আস্থা আছে তাঁর। বললেন, ভারতীয় দর্শক শত বছর ধরে বড় পর্দায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইরই করে সিনেমা দেখতে ভালোবাসে। তাই সিনেমা হলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারএমন আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'সবকিছুর একটা শেষ আছে। এই অন্ধকার টানেলের শেষ প্রান্তে আলো আছে। মুক্ত বাতাস আছে। নতুন বাস্তবতা ক্রমে ফুরিয়ে আসবে। আমরা দ্রুত শুটিং শুরু করব। আর দর্শকও দল বেঁধে হলে সিনেমা দেখতে যাবে। সিনেমা হল অতীতে ছিল, এই মুহূর্তে নেই, তবে ভবিষ্যতে থাকবে। তবে এখন আমাদের ধৈর্য ধরে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে সময়টা পার করতে হবে। সোনালি অতীত ফিরবেই।'

নেপোটিজম নিয়ে তাপসী বলেন, 'কেউ কাউকে তারকা বানাতে পারে না। তাদের শুরুটা সহজ হয়। আর এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, বাইরে থেকে বলিউডের জমিতে শক্ত অবস্থান করে নিতে যেকাউকেই "স্টার কিড"দের তুলনায় অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হবে। তবে আমি এই সংগ্রামকেইতিবাচকভাবে দেখি। তারকা বানান দর্শক। দিন শেষে দর্শকের চূড়ান্ত রায়ই বলবে, কে থাকবে, কে থাকবে না।'এর আগে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাপসী পান্নু আর স্বরা ভাস্করকে বি গ্রেডের অভিনয়শিল্পী বলেছেন কঙ্গনা রনৌত। সে মন্তব্যে আহত তাপসী পান্নু লিখেছেন, 'আমিও নগ্ন স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছি।

## ১৪ দিন শুটিংয়ে অক্ষয় নিচ্ছেন ৩৫ কোটি টাকা

একেই বলে আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক। মাত্র ১৪ দিনের জন্য এক বড়সড় অংকের চেক নিচ্ছেন অক্ষয় কুমার। আনন্দ এল রাই পরিচালিত 'আতরঙ্গি রে' ছবিতে দেখা যাবে অক্ষয় কুমারকে। একটা ছোট চরিত্রে। সে জন্য সব মিলিয়ে মাত্র ১৪ দিন শুটিং করতে হবে তাঁকে।

'জিরো' ছবির ব্যর্থতা কাটিয়ে আনন্দ এল রাই এক মজাদার ছবি আনতে চলেছেন। ঢাকঢোল পিটিয়ে তিনি তাঁর আগামী ছবি 'আতরঙ্গি রে'র কথা ঘোষণা দেন। তাঁর পরিচালিত এই ছবিতে দক্ষিণের নায়ক ধানুশ আর সারা আলী খানের জুটি দেখা যাবে। ধানুশ এর আগে আনন্দের সুপারহিট 'রঞ্জনা' ছবিতে সোনম কাপুরের বিপরীতে কাজ করেছেন। 'আতরঙ্গি রে' ছবিতে ক্যামিও হিসেবে দেখা যাবে অক্ষয় কুমারকে। আর সে জন্য ১৪ দিন শুটিংয়ে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছেন এই বলিউড সুপারস্টার।

সাধারণত, অক্ষয় কুমারের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় দিন হিসাবে। দিনপ্রতি শুটিংয়ের জন্য তিনি ১ কোটি ১৫ লাখ টাকার বেশি নেন। কিন্তু সাধারণত অক্ষয় কুমার মুখ্য চরিত্র ছাড়া অভিনয় করেন না। সে জন্য দ্বিগুণেরও বেশি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন তিনি। জানা গেছে, আনন্দ তাঁর এই ছবিতে অতিথি শিল্পী হিসেবে একজন বড় সুপারস্টারকে চেয়েছিলেন। তাই এই চরিত্রের জন্য আনন্দ প্রথমে হৃতিক রোশনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণবশত হৃতিক ছবিটি করতে পারেননি। এরপর জাতীয় পুরস্কারজয়ী অক্ষয় কুমারকে প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হয়ে যান। কারণ, অক্ষয় আনন্দকে খুবই সম্মান করেন। তাই তিনি এই পরিচালককে 'না' বলতে পারেননি। আর টাকার অঙ্কটাও যে নেহাত ফিরিয়ে দেওয়ার মতো নয়!খবর অনুযায়ী, আগামী মাসে 'বেল বটম' ছবির শুটিংয়ের জন্য লন্ডনে যাবেন অক্ষয়। এরপর তিনি একসঙ্গে 'আতরঙ্গি রে' ও 'পৃথ্বীরাজ' ছবি দুটির শুটিং করবেন।

শনিবার নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মেধাবি ছাত্রদের অর্ভথনা দেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

# অগপ-র সঙ্গ ছেড়ে নতুন দলের পথে বৃন্দাবন ! উত্তাপ বাড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে, তেজপুরের প্রার্থিত্ব নিয়ে জল্পনা

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : বর্তমান করোনা অতিমারি পরিস্থিতির মধ্যে নতুন মোড় নিচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। আগামী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই মূলত তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের। কোভিড-১৯ আবহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিকভাবে নেতৃত্বের দৌঁড়ে অবতীর্ণ হয়েছেন বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্রের দলীয় ইচ্ছুক প্রার্থীরা।

এর মধ্যে রাজ্যের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন কেন্দ্র, অসমের সাংস্কৃতিক জগতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত তেজপুর আসনে লড়তে ইচ্ছুক প্রার্থীদের কুচকাওয়াজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে তেজপুরের বিধায়ক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা অসমে বিজেপি সরকারের শরিক দল অগপ-র বরিষ্ঠ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামী।

সূত্রের খবর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তেজপুর আসন অগপকে ছেড়ে না দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দোদুল্যমান এই পরিস্থিতিতে বর্তমান বিধায়ক তথা অগপ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামী বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে তৎপরতা শুরু করছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, নানা কারণে ক্ষুব্ধ বৃন্দাবন গোস্বামী অগপ-র সঙ্গ ছেড়ে আসু ছাত্র সংস্থার নেতৃত্বাধীন সম্ভাব্য নতুন রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার পথে হাঁটছেন। বৃন্দাবন গোস্বামীর এই সিদ্ধান্ত প্রায় পাকাপোক্ত বলে রাজৈতিক সূত্রে জানা গেছে।তেজপুর আসনে একজন বরিষ্ঠ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে বৃন্দাবন গোস্বামীর জন্য এটা উপযুক্ত বিকল্প চিন্তাভাবনা বলে অনেকর অভিমত। অন্যদিকে তেজপুর আসনে বিজেপির ইচ্ছুক দলীয় প্রার্থীর তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। জানা গেছে, ওই কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে লড়তে তৎপরতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা অ্যামট্রন-এর উপাধ্যক্ষ রিতুবরণ শর্মা এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতি ডা. বীরেন কুমার নাথ। এছাড়া তেজপুর কেন্দ্রে বিজেপির বাকি টিকিটপ্রত্যাশীরা হলেন পুষ্পা ডেকা, মধুমিতা ডেকা, হিরণ্য ভুইয়াঁ, দীপক শইকিয়া, জীতেন বড়ঠাকুর, অমিতাভ শইকিয়া, মুনিনচন্দ্র বরুয়া, কমল কলিতা, শ্যামন্ত শইকিয়া, প্রমোদ নাথ, স্বপ্না বনিয়া, ত্রিদীপ কলিতা এবং দিলীপ নাথ।

এদিকে অসমিয়া জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠভূমি হিসেবে বিবেচিত তেজপুর আসনে নেপালি সম্প্রদায়ের নেতা রিতুবরণ শর্মার প্রার্থিত্ব লাভের সম্ভাবনা অনেকটা কম বলে শোনা যাচ্ছে। এর বিপরীতে রিতুবরণ শর্মাকে নেপালি অধ্যুষিত বরসলা বা ঢেকিয়াজুলিতে প্রার্থিত্ব প্রদানের সম্ভাবনা আছে। সূত্রের বক্তব্য, বরসলার বর্তমান বিধায়ক গণেশ কুমার লিম্বু এলাকার উন্নয়নে তেমন কাজকর্ম করতে পারেননি, তাঁর রিপোর্ট কার্ডে সন্তুষ্ট নয় দল। তাই আগামী নির্বাচনে ওই আসনে রিতুবরণ শর্মাকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি।

তেজপুরে বিজেপির একজন শক্তিশালী প্রার্থী হলেন ডা. বীরেন কুমার নাথ। পেশায় একজন প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নাথ জেলা সভাপতি (প্রাক্তন) থাকার পাশাপাশি আরএসএস-এর স্বয়ংসেবক হিসেবে প্রার্থিত্ব অর্জনে মজবুত অবস্থানে রয়েছেন।

এদিকে প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত রাজেন বরঠাকুরের আত্মীয় জীতেন বরঠাকুরও বিজেপি থেকে প্রার্থিত্ব দাবি করবেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে বাকি বিজেপির প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীরা বিভিন্নভাবে দলীয় নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে টিকিট আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রেখে অগ্রসর হচ্ছেন বলে সূত্রের দাবি।

তেজপুরে বৃন্দাবন গোস্বামী যদি অগপ ছাড়েন, তা হলে এই আসন অগপকে ধরে রাখার মতো উত্তরাধিকারের অভাব রয়েছে। সেই হিসাবে অগপর ঘাঁটি তেজপুরে শাসক দলের অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্যে জোর চেষ্টা করবে বিজেপি। যদিও আসু-র নেতৃত্বে সম্ভাব্য নতুন দল এবং বৃন্দাবন গোস্বামীর রাজনৈতিক অবস্থানই তেজপুরর রাজনৈতিক দৃশ্যপট স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

# গুয়াহাটির বাজপেয়ী ভবনে প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক, বরফ গলেছে বিধায়ক শিলাদিত্যের

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : অবশেষে রাগের উপশম হয়েছে, বরফ গলতে শুরু করেছে অভিমানী বিজেপি নেতা তথা হোজাইয়ের বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের। যাবতীয় ঝুট-ঝামেলার অবসান ঘটিয়ে স্থানীয় হেঙেরাবাড়িতে বিজেপির প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব মান, অভিমান, ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে শিলাদিত্যের। বহুদিন থেকে স্বদলীয় একাংশ নেতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠিছিলেন শিলাদিত্য দেব। হয়তো এবার তাঁর নীতি-আদর্শ ও মতের রসায়ন মিলেছে তাঁদের সঙ্গে। সুরাহা হতে চলছে দলের অভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড ক্ষোভের।

উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই হোজাইয়ের জোড়াপুখুরিতে অবস্থিত তাঁর বাড়িতে সাংবাদিকদের ডেকে প্রদেশ নেতৃত্বের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরে দল থেকে ১৪ জুলাই 'অবসর' নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন বিজেপি নেতা হোজাইয়ের বিধায়ক শিলাদিত্য দেব। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন বিধায়ক নিজেই। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ জুলাই সেই অবস্থান থেকে সরে গিয়ে বিধায়ক জানিয়ছিলেন, এক সপ্তাহের জন্য অবসরের সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁর অবসর সংক্রান্ত খবর পেয়ে বিষয়টির ওপর হস্তক্ষেপ করেন। তাঁর কাছে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য সময় চাওয়া হয়েছিল। ফের সাংবাদিকদের ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জন্য আপাতত স্থগিত রেখেছেন বলে জানিয়েছিলেন বিধায়ক শিলাদিত্য। জানা গেছে, পরবর্তীতে গুয়াহাটিতে রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপে শিলাদিত্যের বিদ্রোহী সিদ্ধান্ত শীতল হতে শুরু হয়।

মূলত কাঁধে ব্যাগবাহক জনৈক নেতাকে ইঙ্গিত করেই বারংবার তাঁর অনৈতিক কাজকর্মের প্রতিবাদে গর্জে উঠতে অভ্যস্ত শিলাদিত্যকে নিয়ে ইদানীং গেরুয়াদলের অন্দরমহল মহল সরগরম হয়ে উঠেছিল। মনে করা হচ্ছে, কারও নামোল্লেখ না করলেও কাঁধে ব্যাগবাহী নেতা বলে শিলাদিত্য বারংবার দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মার বিরুদ্ধে কামান দাগিয়েছেনশিলাদিত্য দেব। রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিরা ভালোভাবেই আঁচ করতে পেরেছেন, শিলাদিত্যের উত্থাপিত অভিযোগ ছিল ফণীন্দ্রনাথ শর্মার বিরুদ্ধে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, গত ১৪ জুলাইয়ের পর থেকে বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের রাগ ও ক্ষোভের মাত্রা ক্রমান্বয়ে কমে আসছিল।

প্রসঙ্গত, আজ হেঙরাবাড়িতে বিজিপির প্রদেশ সদর দফতর বাজপেয়ী ভবনে রাজ্য সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা এবং শিলাদিত্য দেবের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের পর শিলাদিত্য দেব সংবাদ মাধ্যমের কাছে নিজের ভাষ্য তুলে ধরে বলেন, 'বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আলোচনার পর এখন আমার আর ক্ষোভ নেই, দল এবং দলীয় কর্মীদের স্বার্থে আজকের আলোচনা সভা সফল হয়েছে।'

এদিকে আলোচনার সময় তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য সকলের ভালোর জন্য বলে দাবি করছেন শিলাদিত্য। আমি যেগুলো বিষয়ে কথা বলেছি তা অবশ্যই বিজেপি দলের ভালোর জন্য বলেছি। তিনি বলেন, ক্ষোভ ছিল, প্রচণ্ড ক্ষোভ, তাই আবেগিক হয়ে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলেছিলাম। সেই একই বিষয়গুলো সংকোচ না করেই আজ দলের প্রদেশ সভাপতির সামনে তুলে ধরেছি।

পেটের ভেতরে যে বিষয়গুলি এতদিন মোচড় দিচ্ছিল, সেগুলো আজ সবিস্তারে বলেছি, বলেন শিলাদিত্য দেব। দলের সভাপতি হিসেবে রঞ্জিত দাসের পরামর্শ মেনে চলতে হবে উল্লেখ করে শিলাদিত্য বলেন, বহু বছর ধরে দলের কাজ করে আসছেন তিনি। তাই রঞ্জিত দাসের যে কোনও পরামর্শকে সম্মান করেন তিনি।

এদিকে দু সপ্তাহ আগের প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে হুংকার ছুঁড়ে দল থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন বিধায়ক শিলাদিত্য। পরে বলেন দলত্যাগ অন্য বিষয়। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, দলত্যাগের কথা কখনও বলেননি, অবসর নেওয়ার কথা বলেছিলেন।

# কোচবিহারে ২৬৪ শিশি নেশার ফেন্সিডাইল এবং অসমের ভারত-বাংলা সীমান্ত উদ্ধার ২৫৮টি গরু

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : অসমের পার্শবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের ভারত-বাংলা সীমান্তে দুটি পৃথক জায়গা থেকে বিএসএফ জওয়ানরা ২৬৪ শিশি নেশার কফ সিরাপ ফেন্সিডাইল উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে ১৯৮টি শিশি বাজেয়াপ্ত হয়েছে কোচবিহারের সীতাই থানা এলাকার সীমান্তবর্তী সীতাইগ্রামে। বিএসএফের ১০০ নম্বর জওয়ানরা ওই সব নেশাদ্রব্যগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন। অন্যদিকে, বিএসএফের আরেক অভিযানে জওয়ানরা সাহেবগঞ্জ থানা এলাকার দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে ফেন্সিডাইলের ৬৬টি শিশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া নিম্ন অসমের ভারত-বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে গত চারদিনে ২৫৮টি গরু উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

বিএসএফ-এর গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের জনৈক আধিকারিক শনিবার এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান বিএসএফ-এর গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীনস্থ জওয়ানরা গত দুদিনে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, অসমের ধুবড়ি এবং দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২৫৮টি গরু পাচার ঠেকাতে সক্ষম হয়েছেন। গরু সমেত উদ্ধারকৃত ফেন্সিডাইলের শিশিগুলো সংশ্লিষ্ট থানায় সমঝে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত দুদিনে অর্থাৎ ২৩ এবং ২৪ জুলাই দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার সমেত পার্শবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১০৭টি গরু পাচার ঠেকিয়েছে জওয়ানরা। ঈদ-উদ-জোহার প্রাক্কালে ভয়ংকর বন্যাকে হাতিয়ার করে সীমান্তে গরু পাচারের অবৈধ ব্যবসা দেদার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত গরুগুলোকে একটি খোয়ারে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

## সংখ্যার জোর দেখিয়ে সরকার টিকিয়ে রাখতে মরিয়া অশোক গেহলট

জয়পুর, ২৫ জুলাই (হি. স.): বিধায়কদের সংখ্যা দেখিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। অন্যদিকে পরিস্থিতি দেখে এগোনোর রণনীতি নিয়েছে বিজেপি।ইতিমধ্যেই রাজভবনের সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের সংঘাত দেখা দিয়েছে।দ্রুততার সঙ্গে বিধানসভায় অধিবেশন বসিয়ে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে মরিয়া কংগ্রেস।শচীন পাইলট এর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার পর এখন সরকার ধরে রাখার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন অশোক গেহলট।

২০০ আসনবিশিষ্ট রাজস্থান বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে প্রয়োজন ১০১ টি আসন। অশোক গেহলট শিবির ছেড়ে শচীন পাইলট এর শিবিরে নাম লিখিয়েছে ১৮ জন বিধায়ক। ফলে কংগ্রেসের নিজস্ব ১০৭ জন বিধায়ক কমে দাঁড়িয়েছে ৮৮। তবুও অশোক গেহলট এর সঙ্গে রয়েছে দশজন নির্দল বিধায়ক, ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টির দুই বিধায়ক, রাষ্ট্রীয় লোক দল একজন বিধায়ক এবং সিপিআই এর একজন বিধায়ক।এমন পরিস্থিতিতে যদি শচীন পাইলট সহ ১৯ জন বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায় ।তবে বিধানসভার আসন সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ১৮১ ।আস্থাভোটে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন হবে ৯১ জন বিধায়কের সমর্থন ।ফলে সরকার টিকিয়ে রাখতে খুব একটা অসুবিধা হবে না অশোক গেহলট এর। কারণ নির্দল বিধায়কদের সমর্থন পেয়ে সে নিজের সরকারকে টিকিয়ে রাখবে। ি

# ঘুষ নিতে গিয়ে সিবিআইয়ের হাতে ধৃত ব্যাঙ্ক কর্মী

ভোপাল, ২৫ জুলাই (হি. স.): ঘুষ নিতে গিয়ে সিবিআইয়ের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই ব্যাংক আধিকারিক সহ তিন শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার গোটেগাঁওতে অবস্থিত একটি ব্যাংকে। ২০ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এর হাতে ধরা পড়ে তিনজন। এদের মধ্যে দুইজন আবার ব্যাঙ্ক আধিকারিক।ধৃতদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সিবিআইয়ের মুখপাত্র আর কে গৌড় জানিয়েছেন, গোটেগাঁওতে স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অনুরাগ বেদিয়া, ব্যাংক আধিকারিক পরাগ নন্দয়ার এবং এক অন্য ব্যক্তি মোহন সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে এদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

তদন্তে জানা গিয়েছে, স্থানীয় টেন্ডার অপারেটর রাজকুমার সাহু নিজের ব্যাংক একাউন্টের ক্যাশ ক্রেডিট মাত্রা বাড়ানোর জন্য ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ওই দুই ব্যাংক আধিকারিক ৫০ হাজার টাকা ঘুষ চেয়ে বসে। পরে সেটি ২০ হাজার টাকায় নেমে দাঁড়ায়। মোহন সিং নামে এক দালালের হাত ঘুষের টাকা ব্যাংকের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় সিবিআই হাতেনাতে ধরে। জানা গিয়েছে ধৃতদের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায় সিবিআই।

## প্রশাসনিক পদক্ষেপ সত্বেও দিল্লির বেড়ে চলেছে করোনা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি. স.): করোনার জেরে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লি।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও কমানো যায়নি সংক্রমণ।বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ১১৪২। ওই সময়ের মধ্যে নিহত ২৯ ফলে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা সবমিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০৬জন। আক্রান্তের সংখ্যা সবমিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯৫৩১ জন। দিল্লির সরকারের তরফ থেকে জারি করা স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে রাজ্যজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯৫৩১।সব মিলিয়ে নিহত ৩৮০৬জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ২১৩৭ জন।সবমিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ১১৩০৬৮।প্রশাসনের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে রাজ্যের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১২৬৫৭জন।ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ৭০৪। হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৭৩৩৯।রাজ্যের সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ৯২৯২৪৪জন।

# সড়ক দুর্ঘটনায় বরাতজোরে রক্ষা পেলেন করিমগঞ্জের সাংবাদিক মৃণাল

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেন সাংবাদিক মৃণাল সরকার। জানা গেছে, শনিবার করিমগঞ্জ থেকে নিজের স্কুটিতে চেপে বারইগ্রাম তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তিনি। সুপ্রাকান্দি অতিক্রম করার পর জাতীয় সড়কের ভাঙা এলাকায় বালিতে চাকা স্কিড করে হঠাৎ তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। স্কুটি নিয়ে তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন। তাঁর স্কুটির অগ্রভাগ বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাছাড়া দুর্ঘটনায় তাঁর বাঁ হাত এবং ডান পায়ে আঘাত লেগেছে।

ছয়ের পাতায়

# চিনা আগ্রাসন রুখতে পূর্ব লাদাখে মোতায়েন করা হবে রাফাল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি. স.): চলতি মাসের শেষের দিকে ভারতের হাতে চলে আসবে রাফাল যুদ্ধবিমান।এই যুদ্ধবিমানগুলিকে পূর্ব লাদাখে মোতায়েন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।চিনা আগ্রাসন রুখতেই ভারতীয় বায়ুসেনার এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যেই পূর্ব লাদাখে বায়ুসেনা তরফ থেকে মোতায়ন করা হয়েছে মিরাজ ২০০০, মিগ ২৯, সুখোই ৩০ এমকেআই, জাগুয়ারের মতন যুদ্ধবিমান।এর সঙ্গে রাফাল যুক্ত হলে আকাশপথে ভারতের শক্তি যে অনেকাংশে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রাফাল যুদ্ধবিমান এর সঙ্গে ইজরায়েলের তৈরি স্পাইস ২০০০ ক্ষেপণাস্ত্র সংযুক্ত করা হবে।কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বদল করে রাফাল যুদ্ধবিমান এর মধ্যে ফ্রান্সের তৈরি হেমার প্রণালী লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাফায়েল নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তির সময় এই হ্যামার প্রণালী বসানোর কথা ছিল না।কিন্তু বেজিংয়ের আগ্রাসী মনোভাবের জন্য এটিকে সংযোজন করা হয়।২০১৬ সালে ৩৬ টি রাফাল কেনার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করে ভারত। এর জন্য খরচ হয় ৭.৮ কোটি ইউরো যা ভারতীয় মুদ্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা।সেই সময় টাকার অভাবে রাফালের সঙ্গে হ্যামার প্রযুক্তিকে বাদ দেওয়া।তার জায়গায় ইজরায়েলের স্পাইস ২০০০ ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিনের অতিরিক্ত আগ্রাসন রুখতে রণনীতি বদল করে ভারত।

উল্লেখ্য, পূর্ব লাদাখে সীমান্তবর্তী এলাকায় আকাশ পথে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সুরক্ষিত করার জন্য চকোর কাটছে কমব্যাট শ্রেণীর হেলিকপ্টার অ্যাপাচি, সেনা এবং রসদ মোতায়েনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে চিনুক হেলিকপ্টার। এছাড়াও ভূমি থেকে আকাশ পথে যেকোনো হামলা রুখতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বসানো হয়েছে।

## করিমগঞ্জের মেন্টাল ওয়েলবিয়িং-এর চারদিনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরে লঙ্গাইরোড ক্লাস্টারে মেন্টাল ওয়েলবিয়িং-এর চারদিনের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ২২ জুলাই এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছিল। প্রায় সকল শিক্ষকই ওয়েবেক্স অ্যাপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে যোগ দেন। প্রথম দিন প্রশিক্ষণের শুরুতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন সমগ্র শিক্ষা অভিযানের ডিপিও সঞ্জীব কুমার সিংহ এবং ডিপিও (টিটি) বিকাশ ভট্টাচার্য।

এর পর লঙ্গাইরোড ক্লাস্টারের সিআরসিসি চয়ন বণিক প্রারম্ভিক বক্তব্যে 'ইমপেক্ট অব কোভিড ১৯ অন ইয়ং চিল্ডেন' এবং 'মেন্টাল ওয়েলবিয়িং ইন কোভিড ১৯ ক্রাইসিস', এই দুই বিষয়ের ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করেন। পরের দিন থেকে ক্রমে কামাল হুসেন লস্কর 'মেন্টাল হেলথ ক্যায়ার ডিউরিং করোনাভাইরাস' এবং 'ইনফরমেশন ভার্সেস মেন্টাল হেলথ', রূপালি চক্রবর্তী 'ইমোশনাল হেলথ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব ফিয়ার, অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ডিপ্রেশন' এবং সবশেষে মনোজ ভট্টাচার্য 'সাইকোলজিক্যাল স্কিল ফর ইফেক্টিভ লিভিং' বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল, ক্রাইসিস পিরিওডে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করার জন্য সাইকোলজিকেলি ফিট থাকার কৌশল আয়ত্ত করা এবং শিশুদের কীভাবে এই স্ট্রেস থেকে মুক্ত করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা। প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকদের কাথে থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক প্রশিক্ষণের সফলতা দর্শিয়েছে। সকল শিক্ষক শিক্ষিকাই প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। লঙ্গাইরোড ক্লাস্টারের সিআরসিসি চয়ন বণিক এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন।

# শিলচর সদর থানার ওসি ও এসপি অফিসের আরও চারজন করোনা পজিটিভ

শিলচর (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : শিলচর সদর থানার ওসি সহ এসপি অফিসের আরও চারজন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ ধরা পড়েছে। এবার তাঁদের সরকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেখে আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে সোয়াব স্যাম্পল পরীক্ষা করা হবে। সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য সক্রিয় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

শনিবার কাছাড়ের পুলিশ সুপার বানোয়ারলাল মিনা জানান, রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ হয়েছিলেন শিলচর সদর থানার ওসি দিতুমণি গোস্বামী সহ তাঁর অফিসের চার কর্মী। এখনও সকলেরই আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা করানো বাকি। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই কাছাড় জেলার প্রত্যেক পুলিশ আধিকারিক ও কর্মচারীর কোভিড পরীক্ষা করানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি পুলিশ স্টেশন স্যানিটাইজ করার কাজও আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে জেলার অনেক পুলিশ আধিকারিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। শীঘ্রই তাঁরা সুস্থ হয়ে কাজে ফিরবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। পুলিশ সুপার বলেন, এই পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আরও বেশি পুলিশকর্মীর যখন প্রয়োজন, তখন আমাদের কিছু আধিকারিক পজিটিভ হচ্ছেন। অবশ্য তাঁরা প্রত্যেকে কোভিড যোদ্ধা, কর্মরত অবস্থায় কোনওভাবে সংক্রমণ হয়েছে তাঁদের শরীরে। আমরা তাদের এবং তাদের পরিবারের পাশে আছি। এর আগেও পুলিশকর্মী পজিটিভ হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই সুস্থ হয়ে নিজেদের দায়িত্বে আবার ফিরেছেন।

সদর থানার ওসি পজিটিভ হওয়ায় অনেকটা আতঙ্ক বিরাজ করছে পুলিশ এবং জনমনে। উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুর থানার পুলিশকর্মী পজিটিভ হওয়ার কিছুদিন পর ওই থানার আরও কয়েকজনের দেহে করোনার প্রমাণ মিলেছিল। তবে তাঁরা সুস্থ হয়েছেন। এবার সদর থানার ওসি-র শরীরে পজিটিভ ধরা পড়ায় একইভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ প্রশাসন, এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ সুপার।

এদিকে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার পুলিশ সুপার কার্যালয়ের যে আধিকারিকরা পজিটিভ হয়েছিলেন, তাদের বড়খলা মডেল ডিগ্রি কলেজে কোভিড পরিষেবা কেন্দ্রে ভরতি করে চিকিৎসা চলছে।

অন্যদিকে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঁচ মাসের শিশুর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর এবার সদ্যোজাত এক শিশুর শরীরেও করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে। তিন দিন আগে ভূমিষ্ট শিশুর পজিটিভ রিপোর্ট শুক্রবার বিকেলে এসেছে। শিশুর মা গর্ভবতী অবস্থায় পজিটিভ হয়েছিলেন। তাই জন্মের পর সদ্যোজাতের সোয়াব স্যাম্পল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে ধরা পড়ে শিশুটি পজিটিভ। সন্তানকে হাসপাতালেই বিশেষভাবে রাখার ব্যবস্থা করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত পূর্ববর্তী পাঁচ মাসের শিশুটি করোনা-মুক্ত হয়েছে। তাকে বাড়ি নিয়ে গেছেন চার মা বাবা।

## উজান অসমের টিয়কে ছয় বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত

যোরহাট (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কে ছয় বিএসএফ জওয়ানের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাঁরা টিয়ক রেভিনিউ সার্কল অফিসারের কার্যালয় প্রেক্ষাগৃহে তৈরি ক্যাম্পের আবাসিক ছিলেন। এত স্থানীয় মানুষের মধ্যে করোনা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সার্কেল অফিসারের কার্যালয় প্রেক্ষাগৃহের শিবিরে মোট ১০ জন বিএসএফ জওয়ান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। ৬ জনকেই বর্তমানে আইসোলেশনে

ছয়ের পাতায়

শনিবার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# সংকটকালে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক ফায়দা তোলার অভিযোগ করলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিসহ একাধিক বিষয় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী।এবার দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ফায়দা তুলতে ব্যস্ত কেন্দ্র বলে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি। সংকটের এই সময়ের মধ্যে সরকার গরিবদের থেকে মুনাফা আদায় করছে। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ হচ্ছে রেলওয়ে বলে দাবি করেছেন তিনি।

শনিবার রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে সুযোগে পরিণত করতে হবে।তার এই কথাটা যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করেছে ভারতীয় রেল।নিজের টুইট বার্তায় রাহুল লিখেছেন, মহামারীর আবহে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে রয়েছে।দুর্যোগের এমন পরিস্থিতির মধ্যেও ফায়দা তুলে লাভবান হচ্ছে গরিব বিরোধী সরকার। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে ভারতীয় রেল ৪২৮ কোটি টাকা কামাই করেছে বলে দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর সময় রেলের ভাড়া কে দেবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই ট্রেনগুলি চালানোর ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ ভর্তুকি দেবে রেল। বাকি ১৫ শতাংশ ভাড়া সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি দেবে।

# অসমে হোম কোয়ারেন্টাইনের সময় সাতদিনে কমালো রাজ্য, করোনা-মুক্ত সবাই পাবেন না দুহাজারি সুবিধা

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়ার পর কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর হোম কোয়ারেন্টাইনের সময় সাতদিনে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর টুইট আপডেটে এই খবর দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার পর আগে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ ছিল। এখন ওই সময় কমিয়ে সাত দিন করা হয়েছে। এছাড়া এখন থেকে হাসপাতাল থেকে মুক্ত রোগীদের সরকার ২০০০ টাকার অত্যাবশ্যক সামগ্রীর জন্য কেবল দারিদর্যসীমা রেখার নীচে (বিপিএল) বসবাসকারী মানুষ, সিনিয়র সিটিজেন, অসুস্থ এবং দিব্যাঙ্গদেরই প্রদান করবে।

এদিকে, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধানসচিব শুক্রবার এক নির্দেশিকা জারি করে জানান, সরকার কোভিড আক্রান্ত সকলকে সম্ভাব্য সর্বাধিক চিকিৎসা পরিষেবা এবং সুবিধা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ। তাছাড়া সব নাগরিকই যাতে বিনামূল্যের পরীক্ষা এবং চিকিৎসার সুবিধা পান তা-ও নিশ্চিত করা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। এতে আরও বলা হয়েছে, যে সকল মানুষ বাইরে আটকে রয়েছেন এখনও রাজ্যে আসতে পারচেননি, তাদের আর্তিক সাহায্য প্রদান করবে রাজ্য সরকার।

# করোনা নেগেটিভ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি.স.): বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ। এমনটাই খবর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে। তবে রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও এখনও বাড়িতেই থাকছেন বিসিসিআই সভাপতি। বাড়ি থেকেই ভার্চুয়ালি ভাবে যাবতীয় অফিসিয়াল কাজকর্ম সারবেন তিনি।

বেশ কিছুদিন আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়ের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর থেকেই বাড়িতে কোয়ারান্টিনে ছিলেন সৌরভ। শরীরে কোনও রকম করোনার উপসর্গ না থাকলেও কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে আগেভাগেই লালা রসের নমুনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন তিনি। সেই রিপোর্টটি এসেছে নেগেটিভ।

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ লক ডাউন পর্ব মিটতেই বেলুড় মঠ ও ইসকনের গিয়ে দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী।এদিকে সৌরভের দাদা স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গেছে।

# জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# তিন দিনের সম্পূর্ণ লকডাউনে সরকারী নীতি নির্দেশিকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঘটনার সংবাদ আসছে যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে জীবনহানি ও সংক্রমণ আরো বেশি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ত্রিপুরা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট এগজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মুখ্যসচিব ২৭ জলাই, ২০২০ থেকে সারা রাজ্যে তিনদিনের সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা দিয়েছেন। লকডাউন শুরু হবে ২৭ জলাই, ২০২০ (সোমবার) সকাল ৫টা থেকে। চলবে ৩০ জলাই, ২০২০ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৫টা পর্যন্ত। সাথে থাকবে রাত ৯টা থেকে (রবিবার, ২৬ জলাই) রাতের কার্ফ। এই লকডাউনে যে সমস্ত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি হল :-

১. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষের চলাচল।
২. সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকান এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপ। তবে মুদির দোকান, ঔষধ, দুধ, সব্জি, মাছ/ মাংস বিক্রিয়কারী দোকান খোলা থাকবে। তবে শুধুমাত্র এক ত'তীয়াংশ মুদির দোকান খোলা থাকবে। বাজার কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে কোন দোকান খোলা থাকবে এবং কোনটি বন্ধ থাকবে। শপিংমল বন্ধ থাকবে।
৩. আন্ত: জেলা এবং আন্ত: রাজ্য পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে।
৪. জরুরী পরিষেবায় নিয়োজিত রেল স্টেশন কিংবা বিমানবন্দর থেকে যাত্রী পরিবহণে নিয়োজিত যান বাদ দিয়ে সমস্ত যানবাহন পরিষেবা বন্ধ থাকবে।
৫. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বেসরকারী ব্যক্তিগত যান চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।
৬. সমস্ত হোটেল, রেঁস্তোরা ও অতিথি পরিষেবা বন্ধ থাকবে।
৭. সমস্ত শিক্ষা, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ/কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।
৮. জনসাধারণের জন্য সমস্ত ধর্মীয় স্থান বন্ধ থাকবে। কোন ধর্মীয় জমায়েত করা যাবে না।
৯. সমস্ত সামাজিক/ রাজনৈতিক/ খেলাধূলা/ বিনোদন/ শিক্ষামূলক/ সাংস্ক'তিক/ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
১০. দাহক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ২০ জনের বেশি লোক জমায়েত হতে পারবে না।
১১. বিবাহ অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি লোক জমায়েত হতে পারবে না।
১২. সমস্তরকম অপ্রয়োজনীয় মানুষের চলাচল বন্ধ থাকবে।
১৩. কিছু কিছু ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান ছাড়া সমস্ত পাবলিক প্লেসে ৩ জনের বেশি লোকের জমায়েত নিষিদ্ধ থাকবে।
১৪. পাবলিক প্লেসে পান, গুটকা, তামাকজাতীয় দ্রব্যের সেবন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ।
১৫. বিভিন্ন জিনিসপত্র/ সরামের মেরামত কেন্দ্র বন্ধ থাকবে।

যেসব ক্ষেত্র লকডাউনের নিয়মের বাইরে থাকবে তা হল :-

১. প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ, জেলা প্রশাসন, হোম গার্ড, আদালত, সিভিল ডিফেন্স,
অগি নির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, সংশোধনাগার, ট্রাফিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ, বিদ্যুৎ, জল, স্বাস্থ্যবিধি, পুর পরিষদ, বৃদ্ধাবাস, শিশু পরিষেবা কেন্দ্র, দাহকার্য, কবর দেওয়া ও বেসরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যকলাপ।
২. স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী অ্যাম্বল্যান্স পরিষেবা পূর্ণ মাত্রায় খোলা থাকবে।
৩. কন্টেইনমেন্ট, টেস্টিং, ট্রেসিং, সার্ভে ইত্যাদি স্বাস্থ্য পরিষেবায় কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।
৪. সমস্ত সরকারী, স্ব-শাসিত/ সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এক-ত'তীয়াংশ কর্মচারী নিয়ে খোলা থাকবে। হেড-অব অফিস কর্মচারীদের রোস্টার ডিউটি নির্ধারণ করবেন।
৫. প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়া (সংবাদপত্র) বিলি সহ খোলা থাকবে।
৬. টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, সম্পচার ও ক্যাবল পরিষেবা, আই টি এবং আই টি চালিত পরিষেবা খোলা থাকবে। শুধু মেরামতের কাজের সাথে যুক্ত এই ক্ষেত্রের কর্মীদের চলাচল করতে দেওয়া হবে।
৭. ডাক পরিষেবা, ক্যারিয়ার ও ই-কমার্স পরিষেবা খোলা থাকবে।
৮. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহণকারী যান, স্বাস্থ্য, অগি নির্বাপক, আইন শৃঙ্খলা ও জরুরী পরিষেবায় নিয়োজিত যান চলাচল করতে পারবে।
৯. ট্রেন/ বিমানের টিকিটধারী যাত্রীদের পরিবহণ চালু থাকবে তবে শারীরিক দূরত্ব বজায়, মাস্ক ব্যবহার ও প্রতিদিন যান- এর স্যানিটাইজেশন ইত্যাদি নিয়ম মানতে হবে।
১০. কোয়ারেন্টাইনের জন্য ব্যবহৃত স্থানগুলি চালু থাকবে।
১১. মুদির দোকান, দুধ, শিশু খাদ্য, ঔষধ ও চশমার দোকান খোলা থাকবে। তবে লক ডাউন চলাকালীন সময়ে শুধু এক ত'তীয়াংশ মুদির দোকান খোলা থাকবে। বাজার কমিটি এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। তাছাড়া বাজারে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে হাস করতে বাড়িতে সব্জি, ঔষধ ইত্যাদি পোঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। যারা হোম ডেলিভারি করবেন তাদের আটকানো হবে না। ভিড়ভাড় বাজারগুলিকে খোলা জায়গায় স্থানান্তরিত করে ভিড় এড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
১২. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রিয়কারী দোকানগুলিকে একমাত্র ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করলে চালু রাখা হবে। যে সব দোকানের সামনে এক মিটারের কম প্রশস্ত জায়গা রয়েছে সেসব দোকানে একবারে একজনের বেশি ক্রেতা ঢুকতে দেওয়া হবে না। এক মিটারের বেশি কিন্তু দু'মিটারের কম প্রশস্ত জায়গা থাকলে দু'জন ক্রেতা ঢুকতে দেওয়া হবে। বাকিরা পিছনে দাঁড়াবেন। বাজার প্রতিদিন স্যানিটাইজ করতে হবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
১৩. রেল/ বিমান পরিষেবার কার্যালয় এবং যাত্রী ও মালপত্র পরিবহণকারী ট্রেন পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীদের চলাচল করতে দেওয়া হবে।
১৪. ক্রম চলমান প্রক্রিয়া সম্বলিত শিল্পগুলি চালু থাকবে। অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখা যাবে খাদি শিল্প কারখানা চত্বরে কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা থাকে বা যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকে।
১৫. পেট্রোল পাম্প, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য পরিবহণ চালু থাকবে।
১৬. রাজ্যের ভিতরে এবং রাজ্যের বাইরে থেকেও মাল পরিবহণকারী যান চলাচল জারি থাকবে।
১৭. সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক'ষি, উদ্যানচাষ, মৎস্য চাষ, প্রাণী পালন, বনায়ন, ঞ্চগুঞ্জুক্তঙ এর কাজ, চা বাগানের কাজ জারি থাকবে।
১৮. বীজ, সার, মৎস্য খাদ্য বিলি ও প্রাথমিক ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চালু থাকবে।
১৯. সমস্ত নির্মাণ কাজ, রাস্তাঘাট/বিল্ডিং নির্মাণ/ মেরামত সহ ইউ ডি এবং পূর্ত দপ্তরের কাজ জারি থাকবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। তবে নির্মাণ ও মেরামতের কাজে প্রয়োজনীয় সর'াম বিক্রিয়কারী দোকান বন্ধ থাকবে।
২০. গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, দুধ ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন ও পরিষেবা (ও এন জি সি এবং আই ও সি এল সহ) জারি থাকবে।
২১. তাছাড়া জেলাশাসকের অনুমোদিত অন্যান্য কার্যকলাপ চালু থাকবে।

লকডাউনের আওতার বাইরে কাজের সাথে যুক্ত কর্মীরা চলাচলের সময় তাদের পরিচয়পত্র বহন করবেন। জরুরী প্রয়জনে অন্যান্য যান চলাচলের জন্য জেলাশাসক/ কর্ত'পক্ষ পাস ইস্য করবেন। সমস্ত অফিস ও পাবলিক প্লেসে প্রবেশ ও নির্গমন পথে থার্মাল স্ক্যানিং, হ্যাণ্ড ওয়াশ, স্যানিটাইজার ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে। অফিস, পাবলিক প্লেস ও যানবাহনে মাস্ক/ মুখাবরণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। ৬৫ বছরের বেশি ও ১০ বছরের কম বয়সী অন্যান্য রোগের সমস্যা রয়েছে এমন লোকেদের জরুরী ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব এক আদেশে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

# স্নাতকস্তরে ভর্তির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে 'আবুটা'-র চিঠি

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১৬ জুলাই ২০২০-এর জারি করা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে স্নাতকস্তরেভর্তির তারিখ এবং পদ্ধতি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনকে দখল করার এক চতুর পদক্ষেপ। এই অভিযোগ তুলেছে সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)। আবুটা-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন, "ভর্তি নিয়ে এই ধরণের তাড়াহুড়োর পেছনে কোনও অ্যাকাডেমিক যুক্তি নেই, বিশেষত যখন সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে বিদ্যমান মহামারী পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরে ক্লাস শুরু হবে। বিজ্ঞপ্তিতে সরকার দাবি করেছে যে ইতিমধ্যে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে। সরকারের এই দাবিকে যদি সঠিক বলেও ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও ও করোনা-জনিত মহামারীর কারণে বর্তমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করা সম্ভব হবে না।

## হাজত

● **প্রথম পাতার পর**

১৪ দিন যাবৎ বিএসএফ এবং গ্রামবাসীর তরফ থেকে খাদ্য সামগ্রী সহ আনুসঙ্গিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

আজ শনিবার সিপাহিজলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বিএসএফ ওই ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় পাসপোর্ট অ্যাক্ট-এ মামলা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে।

## মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

শনিবার রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি সময়ে আছি, যখন ত্রিপুরায় পজেটিভ কেস এর সংখ্যা বেড়ে গেছে। বহি:রাজ্য থেকে আটকে পরা নাগরীকরা রাজ্যে ফিরে আসার পরই এই সংখ্যা বেড়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১১ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই আগের থেকে নানান শারীরিক সমস্যা ছিল। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

এদিনের ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ১৫০০ এর উপরে কোভিড ১৯ পজিটিভ কেইস সক্রিয় রয়েছে। ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলোতে সঠিক নিয়মানুবর্তিতা পালনের জন্যই, করোনা মহামারীতে ত্রিপুরা অনেকাংশেই নিরাপদ স্থানে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য তিনি রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদও জানান। কোভিড ১৯ এর নমুনা পরীক্ষায় প্রতি মিলিয়ন পরিসংখ্যানে ত্রিপুরা অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কোভিড ১৯ সেন্টার গুলিতে ২০০০ এর উপর শয্যা রয়েছে। ৮৬ টি ভেন্টিলেটর, আইসিও এর পাশাপাশি রয়েছে ৭২ হাজারের কাছাকাছি পিপিই কীট। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতাল গুলিতে মজুত আছে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

সোমবার থেকে অঙ্গনওয়াডড়ি কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি পর্যবেক্ষণে বের হবেন। কারোর মধ্যে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ পাওয়া গেলে তাদের এন্টিজেন টেস্ট করা হবে। একই সাথে ল্যাবে আগের মতোই লালা রস পরীক্ষাও জারি থাকবে। এজন্য বাড়ি বাড়ি এন্টিজেন পরীক্ষার কাজে যুক্ত কর্মীদের এককালীন এক হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

# করোনার কথা মাথায় রেখে রাম মন্দির ভূমি পূজা উদযাপন করুন : ভিএইচপি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : সমস্ত রাম ভক্তদের আগামী ৫ আগস্ট ভূমি পুজনের আনন্দ উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনার হাত থেকে সুরক্ষার নিয়মগুলিও মাথায় রেখেই ভূমি পুজনের আনন্দ উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছে ভিএইচপি।

শনিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) —র সাধারণ সম্পাদক মিলিন্দ পরান্দে জারি করা এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় ভগবান রামের মন্দিরের জন্য সাধু, পণ্ডিত, ট্রাস্টি এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনদের সঙ্গে ভূমি পূজা করবেন। একই সময়ে, পুরো দেশ তাদের নিজস্ব টিভি চ্যানেলগুলিতে সেই অনন্য দৃশ্যটি সরাসরি দেখবে।

তিনি বলেন যে, হিন্দু সমাজের শত বছরের নিরলস তপস্যার ফলেই রাম ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের এই শুভক্ষণ এসেছে।তবে আনন্দের এই শুভ মুহূর্তে আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, করোনার হাত থেকে রক্ষা করার নিয়ম রয়েছে তা কোথাও কোনও লঙ্ঘন হওয়া উচিত নয়।

## করোনা আক্রান্ত

**পাচের পাতার পর**

রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে শিবিরকে আপাতত বন্ধ রেখেছে প্রশাসন। বাকি চার আবাসিক জওয়ানও পাশেই একটি রুমে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। স্থানীয়দেরক চিন্তার বিষয় এই, করোনা আক্রান্ত জওয়ানরা টিয়কের জনসমাগম এলাকায় টহলদারির দায়িত্বে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই জওয়ানরা এ পর্যন্ত বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। তাই সংশ্লিষ্ট এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

## সাংবাদিক মৃণাল

**পাচের পাতার পর**

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নিলামবাজার প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নিলামবাজার এলাকার সাংবাদিক সেতাব উদ্দিন, ফারুক আহমদ, আমিরুল আলম সিদ্দিকি, আব্দুল মুনিম তাপাদার ছুটে গিয়ে আহত মৃণাল সরকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নেন। উল্লেখ্য মৃণাল সরকার করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে কর্মরত।

## ২৫২০

**তিনের পাতার পর**

৩০ শতাংশ।করোনাভাইরাস থেকে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ১ হাজার ১১৪ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৯০ জন। সুস্থতার হার ৫৫ দশমিক ২০ শতাংশ।

## আক্রান্তের সংখ্যা ৮১১

**তিনের পাতার পর**

জেলায় নতুন ২৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। শনিবার রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তিন জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। যার মধ্যে হাইলাকান্দি জেলার সার্কল অফিসার তথা হাইলাকান্দি পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ত্রিদিব রায় রয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৮১১-য় দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় আজ জেলায় মোট ৩৩ জন সুস্থ হলে তাঁদের ডিসচার্জ করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলা থেকে মোট ৬৩৯ জনকে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র অনুসারে বর্তমানে জেলায় মোট সক্রিয় রোগী ১৭০ জন।

## সমীক্ষা

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতিদিন এক তৃতীয়াংশ দোকান খোলা রাখা হবে। সেক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক থাকবে। তিনি বলেন, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার, রেস্তোরাঁ, হোটেল, প্রাইভেট যানবাহন বন্ধ থাকবে।

এদিকে, কোনও ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাবে না, জানান তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ২০ জন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি অংশ নিতে পারবেন না এই লকডাউনের সময়কালে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, সমস্ত সরকারি অফিস এক তৃতীয়াংশ কর্মচারী দিয়ে চালাতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক পরিষেবা যেমন চিকিৎসা, ওষুধের দোকান, চশমার দোকান, সংবাদপত্র, মিডিয়া, পেট্রোল পাম্প, পুলিশ, ট্রাফিক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, আরক্ষা কর্মী, অগ্নি নির্বাপক কর্মী, শ্মশান, বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী সহ সংশ্লিষ্টরা এই লকডাউনের বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের কোভিড-১৯জনিত পরিস্থিতির সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৫৩ জনের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৮২ জনের। গতকাল পর্যন্ত পজিটিভ রয়েছেন ৩,৭৭৮ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২,২১০ জন। বর্তমানে কোভিড-১৯ পজিটিভ রয়েছেন ১,৫৩৮ জন। মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। গতকাল ছাড়া পেয়েছেন ৮৫ জন।

এদিকে, ভগৎ সিং যুব আবাসে করোনা আক্রান্ত এক রোগীর কর্তব্যরত চিকিৎসকের সাথে দুর্ব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং লজ্জাজনক বলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের সাথে রোগী ও আত্মীয় পরিজন সহ সকলের ভালো ব্যবহার আবশ্যক। কারণ তারাই প্রথমসারির যোদ্ধা হিসেবে সুস্থ করে তোলার প্রধান শক্তি।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী তথ্য সহকারে করোনা মোকাবিলায় রাজ্যে স্বাস্থ্য উপকরণ এবং লকডাউনের সময়কালে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথেষ্ট মজুত রয়েছে বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৭১, ২৫৬টি পিপিই কিট মজুত রয়েছে। সমস্ত জেলা হাসপাতালেও যথেষ্ট পিপিই কিট রয়েছে। রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত যথেষ্ট সন্তোষজনক। তিনি জানান, শুধু সরকারিভাবেই বর্তমানে ৯১ দিনের চাল, ৮৫ দিনের গম, ৪১ দিনের চিনি, ৪৭ দিনের মসুর ডাল মজুত রয়েছে। বেসরকারিভাবে খাদ্যের মজুতও পর্যাপ্ত। আরও খাদ্য সামগ্রী বোঝাই যানবাহন চোরাইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে আসছে। তিনি লকডাউনের সময় নিজেদের স্বার্থে, পরিবার ও সমাজের স্বার্থে বিধিনিষেধগুলি মেনে চলার জন্য এবং সমীক্ষার কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

## বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

রাজ্যে ১০টি জেলা রয়েছে। নতুন ঘোষনা অনুযায়ী সিপাহিজলা (উত্তর)-র প্রভারী হিসেবে থাকবেন রাজ্য সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। পিলাক জেলার প্রভারী হিসেবে থাকবেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়। সিপাহিজলা (দক্ষিণ), ধলাই জেলা, খোয়াই জেলার প্রভারী হিসেবে থাকবেন যথাক্রমে রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, যাদবলাল নাথ এবং অমিত রক্ষিত। গোমতি জেলা, সদর (গ্রামীণ) জেলা, ঊনকোটি জেলা ও উত্তর জেলার প্রভারীর দায়িত্বে থাকবেন যথাক্রমে রাজ্য সম্পাদক রতন ঘোষ, মিহির সরকার, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং সজল আচার্য।

তিনি আরও জানান, সদর (শহরাঞ্চল) জেলার প্রভারীর নাম পরবর্তী সময় ঘোষনা করা হবে। অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ মোর্চাগুলিরও প্রভারীর দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। তিনি বলেন, জনজাতি মোর্চার দায়িত্বে থাকবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান নেতা জিষ্ণু দেববর্মণ। যুবমোর্চা ও মহিলা মোর্চার প্রভারী হিসেবে থাকবেন যথাক্রমে টিংকু রায় ও পাপিয়া দত্ত। ওবিসি মোর্চার প্রভারী হিসেবে যাদবলাল নাথ দায়িত্ব পালন করবেন। বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ গৌরীশংকর রিয়াং কিষাণ মোর্চার দায়িত্ব সামলাবেন। তফশিলি জাতি মোর্চার প্রভারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকারকে এবং মহম্মদ জসিম উদ্দীনকে সংখ্যালঘু মোর্চার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন নবেন্দুবাবু বলেন, পার্টির ল-অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফ্যায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং ডক্টর সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ডা. অশোক সিনহা এবং ড় তমোজিৎ নাথকে। একই সাথে পার্টির রাজ্য কমিটিতে আরো ২ জন আমন্ত্রিত সদস্যের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর কথায়, দীপক মজুমদার এবং প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, সিপাহিজলা (উত্তর) ভিন্ন পার্টির প্রত্যেকটি জেলার সভাপতির নাম আরো আগেই ঘোষনা করা হয়েছে। শনিবার এই জেলার সভাপতি হিসাবে অঞ্জন পুরকায়স্থের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

## ১৭৩ টি

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য রাজি হয়নি। ফলে, ওই পরিবারগুলি রিয়াং শরণার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

তিনি বলেন, ১৭৩টি পরিবার এখন ত্রিপুরার রিয়াং শরণার্থী শিবিরেই আশ্রিত রয়েছেন। কিন্তু, তালিকাভুক্ত না হওয়ায় তারা পুনর্বাসনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই ত্রিপুরা সরকারের কাছে ওই পরিবারগুলির অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কাছে আবেদন জানিয়েছি। সাথে তিনি যোগ করেন, সম্প্রতি উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার সাথে সাক্ষাৎকালেও এই দাবি পেশ করেছি।

## চাকরিচ্যুত

● **প্রথম পাতার পর**

শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টে হলফনামা দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত বিবেচনা করে রায় দিলেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে ত্রিপুরা সরকার প্রস্তুত।

আগামী ২৮ জুলাই ওই মামলার শুনানি ধার্য হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সে পাঁচ নম্বর কোর্টে মামলায় শুনানি হবে। সূচি অনুযায়ী ৩ নম্বর তালিকায় রয়েছে ওই মামলা।

## অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আত্মঘাতী সুশান্তের স্ত্রী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপাহীপাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলোতে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

## খোলা থাকবে একবেলা

**আটের পাতার পর**

কিছু জানায়নি। আপাতত প্রথম দু'টি লকডাউনে রেশন দোকান বন্ধ রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলাপন বন্দোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে রেশন দোকান অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার মধ্যে পড়েছে কি না, তা জানতে চেয়েছে। জনস্বার্থে আগামী রবিবার রেশন দোকান দ্বিতীয়ার্ধে খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন। এদিকে আগামী ১ আগস্ট ইদ উপলক্ষে রেশন দোকান বন্ধ থাকছে। ১১ এবং ৩০ আগস্ট যথাক্রমে জন্মাষ্টমী ও মহরম উপলক্ষেও রেশন দোকানে ছুটি থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে খাদ্য দফতর।

## সেনা জওয়ান

**আটের পাতার পর**

থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়, সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে জখম হন একজন সেনা জওয়ান। পরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। কাশ্মীর পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল বিজয় কুমার জানিয়েছেন, শ্রীনগরের উপন্ত্রে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

# ক্রীড়াঙ্গন

## দক্ষিণ আফ্রিকার তিন নারী ক্রিকেটার করোনায় আক্রান্ত

ক্রিকেটে ফিরতে উন্মুখ দক্ষিণ আফ্রিকা। এরই মধ্যে তারা ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দলকে অনুশীলনে নামানোর প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। তবে ফেরার আগেই ধাক্কা খেল দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটকরোনাভাইরাস মহামারি বিরতির পর নতুন স্বাভাবিকতায় ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছে ক্রীড়াঙ্গন।লম্বা বিরতির পর প্রথমে মাঠে ফেরে ইউরোপের বড় ফুটবল লিগ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়ে খেলা হচ্ছে দর্শকশূন্য মাঠে। জৈব-সুরক্ষিত পরিবেশে দর্শকহীন মাঠে ফিরেছে ক্রিকেটও।ক্রিকেট মাঠে ফিরেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে। ইংল্যান্ডের মাটিতে সেই সিরিজের শেষ টেস্টটি চলছে এখন। পাকিস্তান দলও এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে আছে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে সেখানে তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। আসলে মাঠে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে অন্য ক্রিকেট দলগুলোও। আগামী মাসে মাঠে গড়াবে আইপিএল। অস্ট্রেলিয়া দলের ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা। ভারত ডিসেম্বরে যাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে।ক্রিকেটে ফিরতে উন্মুখ দক্ষিণ আফ্রিকাও। এরই মধ্যে তারা ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দলকে অনুশীলনে নামানোর প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। তবে ফেরার আগেই ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা একটা ধাক্কা খেল। দেশটির মেয়েদের জাতীয় দল ও কোচিং স্টাফ মিলিয়ে মোট তিন সদস্যের করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। ইংল্যান্ড সফর সামনে রেখে মেয়েদের একটি অনুশীলন ক্যাম্প আয়োজন করার কথা বলেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)।এর আগে দলের সবার করোনা পরীক্ষা করানো হয়। তাতেই দুজন ক্রিকেটারসহ কোচিং দলের একজনের করোনা ধরা পড়েছে।প্রিটোরিয়াতে অনুশীলন ক্যাম্পটি শুরু হওয়ার কথা আগামী পরশু। এর আগে তিনজনের করোনায় আক্রান্ত হওয়া নিয়ে এক বিবৃতিতে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা জানায়, 'আমরা নিশ্চিত করেছি তিনজনের করোনা ধরা পড়েছে। যাঁদের করোনা ধরা পড়েছে তাঁরা এখন ১০ দিনের জন্য আইসোলেশনে চলে যাবেন এবং অনুশীলনে অংশ নেবেন না।'করোনায় আক্রান্ত তিনজনের শরীরে তেমন কোনো লক্ষ্মণই ছিল না বলেও জানিয়েছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা। সব মিলিয়ে ৩৪ জনের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। আগামী ১৬ আগস্ট দ্বিতীয় ধাপের অনুশীলন শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। এর আগেও একবার সবার করোনা পরীক্ষা করানো হবে। আর ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাওয়ার আগে বিধি অনুযায়ী আরও একবার পরীক্ষা তো করাতেই হবে। ইংল্যান্ডে সিরিজটি হওয়ার কথা জৈব-সুরক্ষিত পরিবেশে।

## বাংলাদেশকে স্তব্ধ করার কথা ভেবে এখনো শিউরে ওঠেন বিনি

দিনটি বাংলাদেশের ক্রিকেট ভক্তরা ভুলবেন না কখনো। ২০১৪ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে। তবু ১৭ জুন বাংলাদেশের সবাই টিভি পর্দায় প্রবল আগ্রহে ক্রিকেট দেখায় মন দিয়েছিল। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশের পেসাররা। অভিষিক্ত তাসকিন আহমেদের ৫ উইকেটে ভারতকে ১০৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে আরেকটি জয়ের আশায় তখন সবাই। সে ম্যাচ বাংলাদেশ হেরে বসেছিল!১০৬ রানের লক্ষ্যে নেমে যে একটুর জন্য স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাও নয়। রীতিমতো ৪৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ। সাকিব-তামিম-মুশফিক-মাশরাফি-মাহমুদউল্লাহ সমৃদ্ধ পূর্ণ শক্তির বাংলাদেশ সামান্য ১০৬ রানের লক্ষ্যটা ছুঁতে পারেনি ভারতের 'বি' দলের বিপক্ষে। এক সুরেশ রায়না ছাড়া ভারতের নিয়মিত একাদশের কেউই যে সেবার বাংলাদেশ সফরে আসেননি। তবু বাংলাদেশ এক ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে দিয়েছিলেন স্টুয়ার্ট বিনি।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগে কোনো উইকেট না পাওয়া বিনি সেদিন ৪.৪ ওভারে ৪ রান দিয়ে তুলে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের ৬ উইকেট। ভারতের ওয়ানডে ইতিহাসেরই সেরা বোলিং এটি। ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রান ও সবচেয়ে কম বলে অলআউট হওয়ার রেকর্ডটি বাংলাদেশ সেদিন নতুন করে বুঝে নিয়েছিল। এ ম্যাচ বাংলাদেশের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা ভোলেন কীভাবে? বিনিও ভুলতে পারেন না। মাত্র ২৩ ম্যাচের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সেরা অর্জন তো তাঁর এটাই!সেদিন বাংলাদেশ ম্যাচ জয়ের পথেই ছিল। দুই ওপেনারের দ্রুত বিদায়ের পরও মোহাম্মদ মিঠুন ও মুশফিকুর রহিম দলকে ৪৪ রান পর্যন্ত টেনে নিয়েছিলেন। এরপরই বোলিংয়ে আসেন বিনি। প্রথমে মুশফিক, এরপর মিঠুনকে তুলে নেন। মাহমুদউল্লাহও বিনির প্রথম বলেই বিদায় নেন। অন্য প্রান্তে সাকিবও বিদায় নেন মোহিত শর্মার বলে।

এর পর যা হলো তা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। ৬ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ অলআউট ৫৮ রানে। ফুটবল বিশ্বকাপের উন্মাদনাই সে যাত্রা ম্যাচটির ক্ষত কিছুটা ভুলিয়ে দিয়েছিল।এখনো সে দিনের কথা ভেবে রোমাঞ্চ বোধ করেন। স্বপ্নের মতো সে বোলিংয়ের কথা ভেবে এখনো তাঁর শিউরে ওঠেন।

স্পোর্টসক্রীড়ার সঙ্গে কথোপকথনে সে দিনের কথা জানালেন স্টুয়ার্ট বিনি, 'সত্যি বলছি, এখনো সেদিনের ভিডিও দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। এর চেয়ে ভালো দিনের আশা করা যায় না। সেদিন আমাদের রান বেশি ছিল না এবং প্রথম বল থেকে চাপে ছিলাম। উইকেট খুব একটা খারাপ ছিল না কিন্তু বৃষ্টির কারণে বারবার খেলা থামাতে হয়েছিল। বারবার মাঠ ঢাকতে হয়েছিল। উইকেট কিছুটা আর্দ্র ছিল এবং সেটা আমার বোলিংয়ের সঙ্গে একদম মানিয়ে যায়। এর চেয়ে ভালো উইকেটের আশা করতেও পারি না আমি।'

## রোচ এই শতাব্দীতে 'ডাবল' দেখা প্রথম ক্যারিবিয়ান

ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে কাল প্রথম দিনেই বেকায়দায় পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম দুই সেশনে ছড়ানো দাপট শেষ সেশনে থাকেনি। ওলি পোপ ও জস বাটলার জমে যাওয়ায় ৪ উইকেটে ২৫৮ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করেছিল ইংল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় দিনে খেলা শুরুর অষ্টম ওভারে কথাগুলো বলতে বাধ্য হলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ধারাভাষ্যকার নাসের হুসেইন। তবে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে একেবারে খারাপও করেনি। শুরুর বিপদ কাটিয়ে ৩৬৯ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা। এরপরই মধ্যাহ্নভোজে যায় দুই দল। কাল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৮৫.৪ ওভারের খেলা হয়েছিল (২৫৮/৪)। আজ ৯২.৪ ওভার মানে ৪৮ বলের মধ্যে আরও ৪ উইকেট হারিয়ে বসে ইংল্যান্ড। পোপ (৯১) ও বাটলারকে (৬৭) ফিরিয়েছেন শ্যানন গ্যাব্রিয়েল। ইংলিশ "লেজ" ছাঁটার কাজটা করছেন রোচ। আর তা করতে গিয়েই দেখা পেলেন টেস্টে ২০০তম উইকেটের। ১৯৯ উইকেট নিয়ে কালকের দিন শেষ করেছিলেন এ পেসার। ছন্দে যে আছেন তা কাল বেন স্টোকসকে দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বোল্ড করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রোচ। আজ নিজের তৃতীয় ওভারে ওকসকে তুলে নিয়ে মাইলফলকটির দেখা পান তিনি।ধারাবাহিকভাবে স্টাম্পের আশপাশে বল ফেলে তুলছিলেন রোচ। ওকস তা খেলতে গিয়েই টেনে আনেন স্টাম্পে। টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নবম বোলার হিসেবে উইকেটের "ডাবল সেঞ্চুরি" পেলেন রোচ। তাঁর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বশেষ কোন বোলার টেস্টে ২০০ উইকেট পেয়েছিলেন সেটি বড় প্রশ্ন। কারণ এই শতাব্দীতে সে নজির নেই! অবিশ্বাস্য লাগতে পারে কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের (রোচের আগে) হয়ে সর্বশেষ কোনো বোলারের ২০০ উইকেট পাওয়ার নজির ২৬ বছর আগে। ১৯৯৪ সালে কার্টলি অ্যামব্রোস। তারপর আজ দেখা এলেন কেমার আন্দ্রে জামাল রোচ।২০১৭ সাল থেকেই টেস্টে সেরা বোলারদের কাতারে রয়েছেন রোচ। ২২.৭২ গড়ে এ সময় ৭৯ উইকেট নিয়েছেন ডানহাতি এ পেসার। উইকেট নেওয়ার এ তালিকায় একই সময় তাঁর চেয়ে ভালো গড় নিয়ে এগিয়ে আছেন শুধু জেমস অ্যান্ডারসন, প্যাট কামিন্স, ইশান্ত শর্মা ও জেসন হোল্ডার।স্টুয়ার্ট ব্রড ও ডম ব্রেস নবম উইকেটে ৭৬ রানের জুটি গড়ে ইংল্যান্ডের পতন এড়ান। ৪৫ বলে ৬২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন পেসার ব্রড। মূলত তাদের জুটিতে ভর করেই সম্মানজনক স্কোর পেয়েছে ইংল্যান্ড। ৭২ রানে ৪ উইকেট নেওয়া রোচ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে সেরা বোলার। ২টি করে উইকেট শ্যানন গ্যাব্রিয়েল ও রোস্টন চেজের।বাংলাদেশের বিপক্ষে সেই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সেও অবশ্য ক্যারিয়ার লম্বা হয়নি বিনির। এরপর আর ১১ ওয়ানডে খেলে পেয়েছিলেন মোটে ১৪ উইকেট।

## বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যেখানে এক কাতারে

এক কথায় স্পিনবান্ধব কৌশল। ঘরে খেলা হলে উইকেট বানানো হয় মূলত স্পিনারদের কথা মাথায় রেখেই। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদাহরণ খুঁজতেও গলদঘর্ম হতে হয়। পেসারবান্ধব কোনোকিছু এতটাই বিরল। এবার পাকিস্তানের কথায় আসা যাক।তাদের বোলিংয়ের চিত্রটা কেমন?এটাও সহজ প্রশ্ন। ক্রিকেটপ্রেমী মাত্রই জানেন পাকিস্তান পেসার---প্রসবা দেশ। ইমরান খান, ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, শোয়েব আখতার, মোহাম্মদ আসিফ, মোহাম্মদ আমির...আরও কত নাম! রসিকতা করে অনেকে বলেন, অন্য দেশের জাতীয় দলে খেলা কিছু পেসার পাকিস্তানে পাড়ার ক্রিকেটেও দেখা যায়! অবশ্যই অন্য দেশগুলোর বোলারদের ছোট করতে এমন কথা বলা হয় না। পাকিস্তানে পেসারদের প্রাচুর্য বোঝাতেই এমন রসিকতা।আর পাকিস্তানি কিংবদন্তি পেসারদের অর্জনও চোখ রগড়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু পরিসংখ্যানে ভালো করে তাকালে একটা ফেঁকর চোখে পড়বেই। গত ২০ বছরে ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানি পেসারদের অর্জন কী কী? হ্যাটট্রিক কিংবা ম্যাচ জেতানো বোলিংয়ের কথা বলা হয়নি। এমনকি টুর্নামেন্ট জেতানো বোলিংও না। বলা হচ্ছে মাইলফলকের কথা। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার কেমার রোচ যেমন টেস্টে ২০০ উইকেটের দেখা পেলেন। তেমনি পাকিস্তানের কোনো পেসার কি গত দুই দশকে টেস্টে ২০০ উইকেটের দেখা পেয়েছেন?রোচ এই শতাব্দীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম পেসার হিসেবে আজ ২০০ উইকেটের দেখা পেলেন। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে দারুণ এক তথ্যই জানিয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেট পরিসংখ্যানবিদ মাজহার আরশাদ। তাঁর টুইট, "পাকিস্তান ও বাংলাদেশই দুটো দল, যাদের কোনো পেসার গত ২০ বছরে টেস্টে ২০০ উইকেটের দেখা পায়নি।" বাংলাদেশের কথা না হয় মানা গেল কিন্তু পাকিস্তানের! বিশ্বাস করা কঠিন। পরিসংখ্যান মাঝে—মধ্যে আস্ত "গাধা" হলেও "মিথ্যাবাদী" নয়। ঠিক আজকের দিন থেকে গত ২০ বছরের পরিসংখ্যান চষে পাকিস্তানের এমন কোনো পেসার বের করা যায়নি। এই দুই দশকে দেশটির মাত্র দুজন বোলার টেস্টে ন্যূনতম ২০০ উইকেটের দেখা পেয়েছেন। দুজনেই স্পিনার, দানিশ কানেরিয়া (৬১ ম্যাচে ২৬১ উইকেট) ও ইয়াসির শাহ (৩৯ ম্যাচে ২১৩ উইকেট)। এমনকি তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীও একজন স্পিনার!

সাঈদ আজমল (৩৫ ম্যাচে ১৭৮ উইকেট)। সাবেক পেসার উমর গুল ৪৭ টেস্টে ১৬৩ উইকেট নিয়ে চারে। এরপর শোয়েব আখতার, ৩১ টেস্টে ১৩৩ উইকেট। শীর্ষ দশে পেসার মাত্র চারজন! বাকি দুজন সেই কলঙ্কিত জুটিআসিফ ও আমির।বাংলাদেশ টেস্টে বিশেষ করে ঘরের মাঠে অনেকটা ঘোষণা দিয়েই দলে স্পিনারদের আধিক্য রেখে নেমে থাকে। তাই পেসারদের এ তালিকায় না থাকাটা এক অর্থে অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও টেস্ট ক্রিকেটে বোলিংয়ের সৌন্দর্য বিবেচনায় পেসারদের এগিয়ে রাখেন অনেকে। ম্যাচ জেতানোর ক্ষেত্রেও। তবু পরিসংখ্যানটা দেখে নেওয়া যাক। গত ২০ বছরে টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে ন্যূনতম ২০০ উইকেট একজনই নিয়েছেন। ঠিকই ধরেছেন। সাকিব আল হাসান (৫৬ ম্যাচে ২১০ উইকেট)।শীর্ষ পাঁচে পেসার একজনই। মাশরাফি বিন মুর্তজা। ৩৬ টেস্টে ৭৮ উইকেট নিয়ে পাঁচে আছেন সাবেক এ অধিনায়ক।শীর্ষ দশে বাকি দুজন শাহাদত হোসেন (৩৮ টেস্টে ৭২ উইকেট) ও রুবেল হোসেন (২৭ ম্যাচে ৩৬ উইকেট)। সাকিব ছাড়া এ সময় অন্তত ১০০ উইকেট পাওয়া বাকি দুই বোলার তাইজুল ইসলাম (২৯ টেস্টে ১১৪ উইকেট) ও মোহাম্মদ রফিক (৩৩ টেস্টে ১০০ উইকেট)।তাহলে চিত্রটা কী দাঁড়াল? পাকিস্তান পেস প্রসবা হলেও গত ২০ বছর বিবেচনায় দাঁড়িয়ে স্পিনবান্ধব বাংলাদেশের কাতারে। আর সে কাতারে এ দুটি দল ছাড়া আর কেউ নেই!

জাগরণ 26 July, 2020, Sunday আগরতলা ২৬ জুলাই, ২০২০ ইং, ■ ১১ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020


## ৬ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৬০৮ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৩৪,৭৩৫

জয়পুর, ২৫ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৫৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। নতুন করে ৫৫৭ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৪,৭৩৫। শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৫৫৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১১০ জন।

আক্রান্ত ৫৫৭ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪১ জন, আলওয়ারে ৩১৩ জন, বন্ধওয়াড়ায় ৫ জন, বারমের-এ ২০ জন, ভিলওয়ারায় ৭ জন, বুন্দিতে ৯ জন, দৌসায় দু'জন, দুঙ্গারপুরে ৩ জন, হনুমানগড়ে ৪ জন, জয়পুরে ৫৮ জন, ঝুনঝুনুতে ৫ জন, কোটায় ৮০ জন এবং উদয়পুরে ১০ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪,৭৩৫-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩, ৬৪৬ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৯,৪৭০ এবং নতুন করে ৬ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬০৮ জনের।

## ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৭৩,৭৯৫, আমেরিকায় মৃত্যু বেড়ে ১৪৪,৭৮০

ওয়াশিংটন, ২৫ জুলাই (হি.স.): মাত্র এক দিনেই নতুন করে আক্রান্ত ৭৩,৭৯৫। ফের সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড গড়েছে আমেরিকা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারা দিনে) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩,৭৯৫ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪.০৭ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

গোটা বিশ্বের মধ্যে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে থাকা, আমেরিকায় মৃত্যু-মিছিলও অব্যাহত। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লাগাতার বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮০-তে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,১৫৭ জনের।

## শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এনকাউন্টারে নিকেশ দু'জন জঙ্গি, গুলিবিদ্ধ সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ২৫ জুলাই (হি.স.): মধ্য কাশ্মীরে, শ্রীনগরের উপকণ্ঠে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হল দু'জন সন্ত্রাসবাদী। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে রণবীরগড় এলাকার ঘটনা। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন একজন সেনা জওয়ান। ওই সেনা জওয়ানের পায়ে গুলি লাগে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই সেনা জওয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শ্রীনগরের উপকণ্ঠে রণবীরগড় এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী।

বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকাল

ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক লেবুর সরবত দুস্থদের মধ্যে প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

## কৈলাসহরের ভগৎ সিং কমিউনিটি হলের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মণ বন্ধ করার নির্দেশ এসডিএমের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** অবশেষে স্থানীয় জনগণের আবেদনে সাড়া দিয়ে কৈলাশহর এর গোবিন্দপুর গাও সভায় ভগৎ সিং কমিউনিটি হলের চারদিকে পাকা দেওয়াল দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এসডিএম। এলাকাবাসীর দাবি কমিউনিটি হল এর চারদিকে পাকা দেওয়াল তোলা হলে এলাকার জনগণের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।শুধু তাই নয় কমিউনিটি হলে যে মাটি রয়েছে সেখানে এলাকার ছেলে মেয়েরা সব সময় খেলাধুলা করে।

প্রবীণ নাগরিকরা সকালে প্রাতঃভ্রমণ এবং বিকেলে অবসর সময় বিনোদন করেন এই মাঠেই স্বাভাবিক কারণেই কমিউনিটি হলে চারদিকে দেওয়াল তুলে মাটি বন্ধ করে দিলে এলাকার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জায়গা যেমন থাকবে না ঠিক তেমনি প্রবীণ নাগরিকদের অবসর সময় বিনোদনের জায়গা থাকবে না।বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী বেশ কয়েকবার এসডিএম সহ প্রশাসনের অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

কিন্তু তারপরও প্রশাসনের তরফ থেকে কমিউনিটি হলে চারদিকে বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এলাকাবাসীর দাবি উপেক্ষা করে বাউন্ডারি ওয়াল তোলার চেষ্টা করলে এলাকাবাসী তাতে তীব্র আপত্তি জানান। শেষ পর্যন্ত কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। বিষয়টি খতিয়ে দেখেন এসডিএম সহ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তারা। সব দিক বিচার বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার কাজ বন্ধ কার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এসডিএম। এটিএম এর এই সিদ্ধান্তে খুশি এলাকাবাসী।

## উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১১০০-এর বেশি বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা-র প্রকোপ ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। তাতে দেখা গেছে, কেবলমাত্র বিএসএফ-এর ১,১০০ জন জওয়ানের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ত্রিপুরা এদিক দিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে। বাংলাদেশের সাথে সীমান্তবেষ্টিত পূর্বোত্তর ভারতে ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরামে ১১০০-এর অধিক বিএসএফ জওয়ান করোনা পজিটিভ হয়েছেন বলে এক তথ্যে প্রকাশ। এতে দেখা গেছে, বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ৭২০ জনের আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জওহরনগরে অবস্থিত ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান।

এদিকে, মেঘালয়ে ২৮২ জন বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের মধ্যে ৭০ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। অন্যদিকে, মিজোরাম স্বাস্থ্য দফতরের সূত্র মোতাবেক, রাজ্যে ৩২ জন বিএসএফ জওয়ান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবে মিজোরাম থেকে অসমে বেশি। অসমে ৯০ জন জওয়ানের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে করোনা আক্রান্তে শীর্ষে অবস্থান অসমের। এর পরেই ত্রিপুরা স্থান পেয়েছে। অসমে এই খবর লেখা পর্যন্ত ২৯,৯৩৯ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। অন্যদিকে ত্রিপুরায় ৩,৭৭৮ জন, মণিপুরে ২,১৪৬ জন এবং নাগাল্যান্ডে ১,২৩৯ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। অন্যদিকে, অরুণাচল প্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন ১,০৫৬ জন, মেঘালয়ে ৫৮৮ জন, মিজোরামে ৩৬১ জন এবং সিকিমে ৪৭৭ জন। এদিকে, অসমে সবচেয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। ৭৭ জন এখন পর্যন্ত অসমে মারা গেছেন। এর পরই ত্রিপুরায়। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১১ জনের পাশাপাশি মেঘালয়ে পাঁচ এবং অরুণাচল প্রদেশে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

## অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য চাল বরাদ্দ হল আমবাসা মহকুমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চালডাল ইত্যাদি সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় চাল-ডাল এবং অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।অথচ জেলার আমবাসা মহকুমার কাঞ্চনপুর কলোনির দুলগোবিন্দ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের চাল-ডাল সহ অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করছেন না দায়িত্বপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। এ নিয়ে স্থানীয় অভিভাবকদের সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর দফায় দফায় বিরোধ দেখা দেয়। স্থানীয় অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের খবর পেয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে বাধ্য হয়েই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কল্যাণী চক্রবর্তী এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি শিশুদের মধ্যে চাল ডাল ইত্যাদি সামগ্রী সরবরাহ করতে বাধ্য হন। এলাকাবাসীর অভিযোগ অঙ্গনারী কর্মী শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল-ডালসহ অন্যান্য সামগ্রী হাফেজ করার জন্যই এ ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। এলাকাবাসী সচেতন থাকার ফলেই তার সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কাজ এর সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

## উদয়পুরের ফুলকুমারীতে অল্পেতে রক্ষা পেল চিকিৎসকের বাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** উদয়পুরের ফুল কুমারিতে অল্পেতে রক্ষা পেলো এক চিকিৎসকের বাড়ি। জানা যায়, দন্ত চিকিৎসক চন্দন নন্দীর বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ছুটে এসে আগুন আয়ত্বে আনেন।

ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে চিকিৎসকের বাড়ি সহ পাশ্ববর্তী এলাকার বাড়ি ঘর। দমকল বাহিনীর ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসক সহ এলাকার জনগণ

## বটতলায় বাস ও টমটমের সংঘর্ষে আহত তিন যাত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলায় শনিবার সকালে একটি বাস ও টমটমের মধ্যে সংঘর্ষে তিন জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বটতলায় শনিবার সকালে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। টমটম চালকরা বাস চালককে আটক করে রাখেন। বাস চালকের গাফিলতিতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

## শনিবার বন্ধ রেশন দোকান রবিবার খোলা থাকবে একবেলা

কলকাতা: ( হি. স.) : শনিবার লকডাউনে রাজ্যের সব রেশন দোকান বন্ধ থাকবে। জনস্বার্থে রবিবার বিকেলে রেশন দোকান খোলা থাকবে। সোমবার রেশন দোকানে সাপ্তাহিক ছুটি থাকছে না। ওইদিন রেশন দোকান খোলা রাখার বিজ্ঞপ্তি আগেই জারি করা হয়েছিল।

খাদ্যদফতর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগামী সোমবারের পরের দুটি সোমবারও (৩ এবং ১০ আগস্ট) রেশন দোকান খোলা থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। আগামী বুধবার ২৯ জুলাই রাজ্যে লকডাউন হবে বলে সরকার ঘোষণা করেছে। কিন্তু ২৯ তারিখের লকডাউনের দিন রেশন দোকান বন্ধ রাখা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, প্রতি সপ্তাহে দুটি দিন সম্পূর্ণ লকডাউন হবে। সব লকডাউনের দিন রেশন দোকান বন্ধ রাখা হবে কি না, সেব্যাপারে খাদ্যদফতর এখনও

ছয়ের পাতায় দেখুন

### খাসিয়ামঙ্গল গণধর্ষণ কান্ডে

# গ্রেপ্তার চার, নির্যাতিতার সাথে কথা বললেন মন্ত্রী মেবার ও বিধায়িকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জুলাই।।** ত্রিপুরা নির্ভয়া গণধর্ষণ কাণ্ড তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমার খাসিয়া মঙ্গল গণধর্ষণ কাণ্ডের ৫ নর পিশাচ এর মধ্যে দুজন চাকমাঘাট এলাকার আলী আকবরের ছেলে আহমেদ আলী (২৩) এবং একই এলাকার শহীদ মিঞার ছেলে জেহেদ মিঞা (২২) কে সোনামুড়া ও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে সোনামুড়া থানাধীন পশ্চিম দুর্লভ নারায়ন গ্রামের আমলিমুড়ার শাহজাহান মিঞার বাড়ি থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত ভর তল্লাশি চালিয়ে শুক্রবার ভোরে দুই ধর্ষককে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো পুলিশ।এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন রঞ্জিত দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর দেবানন্দ রিয়াং সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা।এত অল্প সময়ে ধর্ষকদের গ্রেফতার করে পুলিশ আবারো প্রমাণ করলো প্রকৃত ইচ্ছাশক্তি থাকলে সকল কাজই করা সম্ভব।আজ তথা শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ দর্শকদের আদালতে সোপর্দ করে। এইদিকে ধর্ষকদের সাথে দেখা করতে পরিবারের লোকজন থানার সামনে ছুটে আসে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে আনুমানিক প্রায় ৭ টা নাগাদ এক ১৭ বছরের উপজাতি নাবালিকা মেয়েকে গাড়ি করে তুলে নিয়ে খাসিয়ামঙ্গলে গিয়ে ৫ জন যৌন দস্যু মিলে দফায় দফায় গণধর্ষণ করে। পরবর্তীতে রাত আনুমানিক ৮ টা নাগাদ এই নাবালিকা উপজাতি মেয়েটিকে চলন্ত গাড়ি থেকে নেতাজীনগরের 'ডব্লুজ্জ' ব্যাঙ্ক সংলগ্ন স্থানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়। এই বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে পুরো দেশ তথা ত্রিপুরাবাসী সকলেই। আর আজ তথা শনিবার দুপুর আনুমানিক ১২ টা ৩০ মিনিট নাগাদ ধর্ষিতা নাবালিকার বাড়িতে আজ সফর করলেন সস্ত্রীক ত্রিপুরা সরকারের বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। এছাড়াও তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি.জগদীশ্বর রেড্ডি ও তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্বর ভট্টাচার্য্য এই ধর্ষিতা নাবালিকার বাড়িতে ছুটে যান। আর এই দিন ঠিক একই সময়ে ২৮-তেলিয়ামুড়া বিধানসভার বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা সহ একটি প্রতিনিধি দল নাবালিকা মেয়ের বাড়িতে যান। ত্রিপুরা সরকারের বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এইদিন নাবালিকা মেয়ের পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং মেয়েটির বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তবে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এক সাক্ষাৎকারে আমাদের জানান এখন পর্যন্ত এই গণধর্ষণ কাণ্ডের ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার পুলিশ। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির বিধান যাতে হয় সেই ধরনের সকল ব্যবস্থা করবেন বলেও জানান। পাশাপাশি তিনি এও জানান, বর্তমান সময়ে এই ঘটনাকে ঘিরে তেলিয়ামুড়া জুড়েই একটি অস্থির বাতাবরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এলাকাবাসী সহ সকলের কাছে পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর, শান্ত, রাখার জন্য আহ্বান রাখেন। তবে উল্লেখ্য, বর্তমানে এই ধর্ষিতার পরিবারটির খুব অসহায় অবস্থা। আর্থিক দিক দিয়েও দুর্বল এই পরিবারটি। তাই বর্তমান করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে এই বর্বরোচিত পরিস্থিতির শিকার হওয়া এই পরিবারটি যাতে সরকারের সব-রকম সুযোগ-সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থা করবেন বলেও তিনি জানান'।

## অসমে নয়া ১১৩০ জন কোভিড আক্রান্ত, সংখ্যা বেড়ে ২৯৯২১ পজিটিভের হার ৬.৯৮ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন আরও ১,১৩০ জন। এর মধ্যে ৪১৭ জন গুয়াহাটি এবং কাছাড় জেলার ১০৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬,১৭৮ জনের নমুনা পরীক্ষায় এই সব ব্যক্তির শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে।

শুক্রবার মধ্যরাতে তাঁর অফিশিয়াল টুইটে এই তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, শুক্রবার কোভিড পজিটিভের হার ছিল ৬.৯৮ শতাংশ। নয়া আক্রান্তদের নিয়ে রাজ্যে করোনা রোগীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯,৯২১-এ। তবে এঁদের মধ্যে ইতিমধ্যে ২০, ৬৯৯ জন সুস্থ হয়ে স্বগৃহে চলে গেছেন।

সক্রিয় ৯,১৪৩ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। দুঃখের সঙ্গে মন্ত্রী জানান, করোনায় আক্রান্ত হয়ে গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন ছয় জন। এনিয়ে করোনা ভাইরাসে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৬। তাঁদের সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে নিহতদের পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গতকাল পর্যন্ত ৭,৩৯, ৪৬৫টি কোভিড টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

## মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ৯৩ জন পুলিশ কর্মীর, সুস্থতার সংখ্যা ৬,৩১৪

মুম্বই, ২৫ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশই বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৩ জন পুলিশ কর্মীর। শনিবার, ২৫ জুলাই পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ৮,২৩২ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬,৩১৪ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৮২৫ জন। শনিবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ৯৩ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ করেছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬,৩১৪ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ১,৮২৫ জন।

# ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭৫৭ জনের, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগী ৪.৫৬ লক্ষ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.): সংক্রমণ ও মৃত্যু থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ভারতে। প্রতিদিনই হুহু করে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে শেষ ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৮,৯১৬ জন।

শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩১,৩৫৮ জন এবং সংক্রমিত ১৩,৩৬,৮৬১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮,৪৯,৪৩১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ০৭১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৩১,৩৫৮ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৯৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৭৬ জন, বিহারে ২২০ জনের, চন্ডীগড়ে ১৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৭৭৭ জনের, গোয়া ২৯ জন, গুজরাটে ২,২৭৮ জনের, হরিয়ানায় ৩৮২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৯৬ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭০ জনের, কর্ণাটকে ১,৭২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৫৪ জন, লাদাখে দু'জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৯১ জন, মহারাষ্ট্রে ১৩,১৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে ৫ জন, ওড়িশায় ১২০ জনের, পুদুচেরিতে ৩৫ জন, পঞ্জাবে ২৮২ জন, রাজস্থানে ৬০২ জনের, তামিলনাড়ুতে ৩,৩২০ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৫৫ জন, ত্রিপুরায় ১১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬০ জন, উত্তর প্রদেশে ১,৩৪৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,২৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে এখনও সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্র ছাড়াও দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সত্যই উদ্বেগজনক। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫,৭১,১৭-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১২,৮৩, ৮৯, গুজরাটে ৫৩,৫৪৫, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩,৯৭৩, উত্তর প্রদেশে ৬০,৭৭১ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৯,৯৭,৪৯।

করোনা-সংক্রমণের সঙ্গে তালে-তাল মিলিয়ে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২৪ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৫৮, ৪৯,০৬৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৪ জুলাই ৪,২০,৮৯৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।